NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৮ ‘বোলিং কোচও খুব একটা ঘাঁটায় না বুমরাকে’

হারের পর নাজমুল বললেন, আমাদের অন্তত ১৭০ করা উচিত ছিল ৮

কলকাতা ২২ জুন ২০২৪ ৭ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.6.2024, Vol.18, Issue No. 13, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্ব যোগ দিবসে যোগাসনের উপকারিতা বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ২১ জুন: প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে যোগাসন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিতে এবার উপত্যকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রীনগরে ডাল লেকের পাশে শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। যোগাসনের ফাঁকে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সেলফিও তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

এ দিন শ্রীনগরে দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এ বছরের থিম ছিল ‘স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য যোগ’। বৃষ্টির কারণে অনুষ্ঠান কিছুক্ষণ পিছিয়ে গেলেও, ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণায়ম, বজ্রাসন থেকে শুরু করে নানা ধরনের যোগাভ্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যোগাসন শেষে তিনি কাশ্মীরের যুবতীদের সঙ্গে সেলফি তোলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এক্স হ্যান্ডলে সেই ছবিগুলি পোস্ট করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মোদি বলেন, ‘যোগ ও সাধনার ভূমি কাশ্মীরে আসতে পেরে আমি ধন্য। যোগ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা অনুভব করতেই শ্রীনগরে এসেছি আমি। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১০ বছর পূরণ করেছে। ২০১৪ সালে আমি রাষ্ট্রসংঘে যোগ

মজলেন সেলফিতেও

দিবসের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ১৭৭টি দেশ এই প্রস্তাবে সমর্থন করেছিল। এটা রেকর্ড ছিল। ২০১৫ সালে দিল্লিতে ৩৫ হাজার মানুষ একসঙ্গে যোগাসন করেছিলেন, যা বিশ্বরেকর্ড। গত বছর আমি রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে যোগ দিবসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আজ গোটা বিশ্বে যোগাসন অভ্যাস করা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সৌদি আরবে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সামিল করা হয়েছে। জার্মানিতে আজ দেড় কোটির বেশি মানুষ যোগাসন করেন।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘সমস্ত রাষ্ট্রনেতারাই আমার কাছে যোগাসন নিয়ে প্রশ্ন করেন, আগ্রহের সঙ্গে জানতে চান। যোগাসন নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা বদলাচ্ছে। ভারতে ঋষিকেশ, কাশী, কেরল, তেলঙ্গানায় যোগ ট্যুরিজম হচ্ছে। গোটা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা আসছেন কারণ ভারতেই সবথেকে ভাল যোগাসন শেখা যায়। যোগ সেন্টারের পাশাপাশি যোগ রিট্রিট, রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। পার্সোনাল ট্রেনার রাখছেন যোগাসন শিখতে। কোম্পানিগুলিতেও যোগাসন নিয়ে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। যোগাসনের জন্য আলাদা পোশাকের ব্যবসা দারুণ চলছে।’ যোগাসনের উপকারিতার কথা বলতে গিয়ে জানান, ‘যোগাসন আমাদের শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে। যোগ আমাদের বর্তমানে বাঁচতে শেখায়। যোগাসনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি। যোগ একটি বিজ্ঞান। আজ সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে ক্রীড়ায় যোগাসন সামিল করা হয়েছে। মহাকাশচারীদেরও যোগাসনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে।’

তিন ফৌজদারি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার হোক

মোদিকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন ১লা জুলাই থেকে গোটা দেশে নতুন তিন ফৌজদারি আইন কার্যকর করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা ভোটের আগে বিরোধীশূন্য সংসদের দুই কক্ষে একতরফাভাবে পাশ করা হয়েছে ওই তিন আইন। এবার তা কার্যকর হওয়ার আগে নৈতিকতা এবং বস্তুবিকতার মাটিতে আইন তিনটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে ওই তিন আইন নতুন করে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, প্রত্যাহার না করা হলেও অন্তত সংসদের আসন্ন অধিবেশনে তিনটি আইন নিয়ে আলোচনা করা হোক। সেজন্য আইন রূপায়নের পূর্ব নির্ধারিত সূচি পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন নেত্রী।

গত বছর ১১ অগস্ট সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় নতুন তিন ফৌজদারি বিল পেশ করেন। ব্রিটিশ যুগের ‘ইন্ডিয়ান পেনাল কোড’ বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা প্রতিস্থাপিত করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল আনা হয়। ১৮৯৮ সালের ‘ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর অ্যাক্ট বাতিল করতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা নামের নতুন আইন আনা হয়। একইসঙ্গে ১৮৭২ সালের ‘ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট’ বা সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে নতুন সাক্ষ্য বিল পেশ করা হয়। তার পরেই বিল তিনটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই তিন বিলের খসরা প্রকাশ্যে আসার পরেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকেও নিজের আপত্তির কথা জানিয়ে একাধিক চিঠি দেন। অন্যান্য বিরোধী দল এবং গণ সংগঠনও আপত্তি তোলে। তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে শতাধিক বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করে প্রায় বিরোধীশূন্য সংসদের দুই কক্ষে কোনও আলোচনা ছাড়াই ধ্বনিভোটে মোদি সরকার পাশ করিয়ে নেয় তিনটি বিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাতে অনুমোদন দিয়ে সই করেন। এর পর সেই তিন আইন; ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ১ জুলাই থেকে কার্যকরের সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে সেকথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘গত ডিসেম্বরে সংসদের দুই কক্ষের ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কারের পর যে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে ওই তিনটি বিল পাশ করানো হয়েছিল, তা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি কালো দাগ। এখন তা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।’ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিদায়ী লোকসভায় যে ভাবে কোনও আলোচনা ছাড়াই দ্রুত বিল তিনটি পাশ করানো হয়েছিল, তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং মূল্যবোধের পরিপন্থী। স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার কথা ভেবে নবনির্বাচিত লোকসভার সদস্যদের তাঁদের আমলে কার্যকর হওয়া আইন নিয়ে বিতর্কে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।’

গরম থেকে আপাতত মুক্তি বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তাপপ্রবাহ চলেছে দিল্লিতে। সেই পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও ছেদ পড়ল শুক্রবারের বৃষ্টিতে। কোথাও ঝমঝমিয়ে, কোথাও আবার হালকা বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী। তবে মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনি এবং রবিবারেও তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না। আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে।

বৃহস্পতিবারও অসহ্য গরমে পুড়েছে দিল্লি। কিন্তু শুক্রবার সকাল হতেই আবহাওয়া বদলে যায়। দিল্লি এবং এনসিআরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে সদর বাজার, আরকে পুরম, গুরুগ্রাম এবং নয়ডায়। শুক্রবার সকালেই মৌসম ভবন পূর্বাভাস দিয়েছিল দিল্লির বেশির ভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। তবে তাপমাত্রা থাকবে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বেলা বাড়তেই দিল্লিতে বৃষ্টি নামে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়াও চলেছে। রাজৌরি গার্ডেন, ধৌলা কুঁয়া-সহ বেশ কিছু জায়গায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ৩০ জুন পর্যন্ত দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লির পাশাপাশি, ২৪ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে। ২৩ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলবে জম্মুতেও। তবে উত্তরাখণ্ড এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অবশেষে বর্ষা এল দক্ষিণে, তবে স্বস্তি এখনই নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপেক্ষার অবসান। অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করল বর্ষা। নির্ধারিত সময়ের ১১ দিন পরে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বাকি অংশ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ জেলার বহু অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে শুক্রবার। দক্ষিণের কোন কোন জেলায় প্রবেশ করেছে, তা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জায়গায় মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করলেও ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় শনিবার থেকে বৃষ্টির কোনও সতর্কতাও নেই। বৃষ্টি কমবে দক্ষিণের সর্বত্রই।

গত ৩১ মে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিল দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। কিন্তু তার পর আর খুব একটা এগোয়নি সে। প্রায় একই জায়গায় থেকে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এগিয়েছিল উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার উত্তরের বাকি জায়গার পর দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশেও প্রবেশ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। তার জেরে বর্ষার আগমন দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার পর দক্ষিণে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, কলকাতায় প্রবেশ করেছে বর্ষা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদের বেশির ভাগ অংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম জেলার কিছু অংশেও প্রবেশ করেছে বর্ষা।

উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের পর থেকে বেশ কিছু জেলায় চলেছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার পর্যন্ত উত্তরে কমতে পারে ভারী বৃষ্টি। কেন, তার কারণ জানানো হয়েছে। পশ্চিমে রাজস্থান থেকে পূর্বে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে একটি অক্ষরেখা। সেই অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম, মেঘালয়ের উপর দিয়ে বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০ মিটার উচ্চতায় রয়েছে সেটি। অন্যদিকে, পূর্ব বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশের উপর বিস্তৃত রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।

রায় স্থগিত রাখল দিল্লি হাইকোর্ট, এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না কেজরি

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনে মুক্তি স্থগিত রাখল দিল্লি হাইকোর্ট। শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পর বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন এবং বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজার বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশ ঘোষণা করা হবে।

অর্থাৎ, তত দিন পর্যন্ত তিহার জেলে থাকতে হবে আবগারি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত কেজরির স্থায়ী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিল ওই মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

ইডির আবেদন মেনে স্থগিতাদেশ না দিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দুই বিচারপতির অবকাশকালীন বেঞ্চ জানিয়েছিল, হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তিহার জেলে বন্দি কেজরি মুক্তি পাবেন না। শুক্রবার দুপুরেই শুরু হয় জরুরি ভিত্তিতে শুনানি। গোড়াতেই ইডির আইনজীবী তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাজু জানান, ‘বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন’ (পিএমএলএ)-এর ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ইডির তরফে জামিনের বিরোধিতা করে জমা দেওয়া নথিগুলির যথাযথভাবে বিবেচনা করার কথা ছিল রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের।

তাঁর অভিযোগ, সেই নথিগুলি পর্যালোচনা না করেই একতরফা ভাবে জামিন দেওয়া হয়েছে আপ প্রধানকে। অন্যদিকে, কেজরির আইনজীবী দাবি করেন, তদন্তকারী সংস্থা তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি। আবগারি মামলায় গত ২১ মার্চ কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি। পরে লোকসভা ভোটের আগে প্রচারের জন্য তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছিল। সেই মেয়াদ শেষ হলে আবার তিনি তিহার জেলে ফিরে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টির প্রধানের স্থায়ী জামিনের মঞ্জুর হয় রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে।

কেজরির স্ত্রী সুনীতা শুক্রবার অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত জামিন মঞ্জুর করার পরে সেই রায় ওয়েবসাইটে আপলোড হওয়ার আগেই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। প্রসঙ্গত, ইডির তরফে বৃহস্পতিবার কেজরির জামিন ৪৮ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। বিচারক ন্যায় বিন্দু ১ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সুনীতা শুক্রবার বলেন, ‘দেশে স্বৈরতন্ত্র সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।’

চিন যাত্রার আগেই দিল্লি সফরে হাসিনা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: তৃতীয় মোদি সরকারের শপথগ্রহণের সময় ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ফের নয়াদিল্লিতে পা রাখলেন তিনি। আগামী জুলাই মাসে হাসিনার চিন সফর, তার আগে এই দিল্লি সফর কূটনৈতিক দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, চিন সফরের আগে ভারতকে আশ্বস্ত করতেই এই সফর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রের খবর, শুক্রবার বিকেলে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে শেখ হাসিনার বিশেষ বিমান। সেখানে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র কীর্তি বর্ধন সিং। গুজরাতের ঐতিহ্যবাহী ডান্ডিয়া নৃত্যেরও আয়োজন করা হয় বিমানবন্দরে।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, আগামী মাসে চিন যাওয়ার আগে হাসিনার এই ঝটিকা সফরে শনিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর অন্তত ১৪টি চুক্তি ও মউ স্বাক্ষরের প্রস্তুতি চলছে। সব মিলিয়ে ১০টির বেশি চুক্তি ও মউ স্বাক্ষর হতে পারে। এর মধ্যে অন্তত চারটির মেয়াদ শেষে পুনর্নবীকরণ হওয়ার কথা রয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হাসিনাকে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এর পর হাসিনা দিল্লির রাজঘাটের মহাত্মা গান্ধির সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। ভিজিটার্স বইয়ে স্বাক্ষর করবেন।

হাসিনার এই সফরের পিছনে আরও একটি দিক দেখছে বিশেষজ্ঞমহল। ভারত সফর শেষে ৯ থেকে ১২ জুলাই চিন সফর রয়েছে শেখ হাসিনার। সেই সফরের আগে ভারত সফর প্রসঙ্গে কূটনৈতিক মহলের ধারণা, চিন সফরে গেলেও ভারতকে আশ্বস্ত করে যেতে চাইছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারতকে টপকে বাংলাদেশের সঙ্গে সখ্য স্থাপনে দীর্ঘদিন ধরেই তৎপর কমিউনিস্ট দেশ চিন। জিনপিং প্রশাসনের লক্ষ্য পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারলে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি চিনের কাছে আরও সহজ হয়ে উঠবে। ভারতও চায় না দীর্ঘদিনের মিত্র বাংলাদেশ চিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠুক। এই পরিস্থিতিতেই হাসিনার ভারত সফর আসলে এই বার্তা যে চিনে গেলেও দুই দেশের বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরবে না।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাজ্যে থাকার মেয়াদ আরও বাড়াল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়ে প্রতিদিন ১০টি করে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ দায়ের হচ্ছে রাজ্যে। খোদ রাজ্যেরই দেওয়া এই হিসাব দেখে কড়া মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলে, ‘অশান্তি নিয়ে অনেক গুরুতর অভিযোগ এসেছে এবং আসছেও। আমরা এর বাস্তব চিত্রটি জানতে চাই।’

হিংসার ঘটনায় আক্রান্তদের আইনজীবী শুক্রবার আদালতকে জানান, অনেকেই হিংসার ঘটনার পর থেকে ঘরছাড়া। আতঙ্কে বাড়ি ফিরতে পারছেন না। আদালত সেই প্রসঙ্গেও বলে, ‘আমরা চাই মঙ্গলবারের মধ্যে সব ঘরছাড়া ব্যক্তি বাড়ি ফিরুন। যে সমস্ত এলাকা থেকে হিংসার অভিযোগ আসছে, সেই এলাকাগুলিতে আরও সক্রিয় হতে হবে পুলিশকে।’ শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার মেয়াদও বাড়িয়ে দিয়েছে আদালত।

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে রাজ্যে ১৯ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখতে বলেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পরে কলকাতা হাইকোর্ট সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল ২১ জুন পর্যন্ত। মেয়াদ শুক্রবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, রাজ্য থেকে এখনই কেন্দ্রীয় বাহিনী ফিরছে না। বরং আগামী বুধবার, অর্থাৎ ২৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত মামলাটি শুক্রবার উঠেছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেই কেন্দ্রের আইনজীবী আদালতকে জানান, রাজ্যের দেওয়া হিসাবই বলেছে, বিভিন্ন জেলা থেকে রোজ ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন অন্তত ১০টি করে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ দায়ের হচ্ছে রাজ্যে।

উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রের আইনজীবী জানান, ১২ জুন পর্যন্ত ৫৬০টি অভিযোগ এসেছিল ডিজির কাছে ইমেল মারফত। তার পরবর্তী ৬ দিনে অর্থাৎ ১৮ জুন পর্যন্ত সেই অভিযোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫৯টি। অর্থাৎ পরিস্থিতি এখনও শুধরোয়নি। তাই রাজ্যে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা উচিত।

প্রসঙ্গত, শুক্রবারই আদালতকে রাজ্য বলেছিল, গত ১৮ জুন পর্যন্ত ডিজির কাছে ইমেল মারফত ভোট পরবর্তী হিংসার হিসাব সংক্রান্ত অভিযোগ এসেছে ৮৫৯টি। এর মধ্যে ২০৪টি ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ১৭০টি অভিযোগ গ্রাহ্য হয়নি। ৪৫টি অভিযোগ পরিবার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। একই বিষয়ে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে ২০০টি ঘটনায় এবং ১৪টি অভিযোগ এখনও স্ক্রুটিনি করে দেখা হচ্ছে।

স্থগিত আরও এক পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: নিট-ইউজি এবং ইউজিসি-নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে দেশ জোড়া বিতর্কের মধ্যে, স্থগিত রাখা হল আরও এক যোগ্যতা অর্জনের সর্বভারতীয় পরীক্ষা। ২৫ ও ২৭ জুন, অর্থাৎ, পরের সপ্তাহেই হওয়ার কথা ছিল সিএসআইআর-ইউজিসি- এনইটি পরীক্ষা। কিন্তু, আপাতত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হল বলে, জানিয়েছে, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। শুক্রবার তারা জানিয়েছে, ‘অনিবার্য পরিস্থিতি’ এবং ‘লজিস্টিক সমস্যা’র কারণে এই পরীক্ষা আপাতত স্থগিত রাখা হল। এই পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি পরে এনটিএ-র সরকারি ওয়েবসাইটে ঘোষণা করা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Md. Zakir Hossain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Mahammad Younush ও Lt. Md. Younush সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Shyam Sundar Mukhopadhyay S/o. Umapada Mukhopadhyay ও Shyam Sundar Mukherjee S/o. U. P. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৮৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Nehar Khatun D/o. Nousar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Nausar Ali, Nousar Ali & Sk. Naosar Ali R/o. Khanyan, Pandua, Hooghly-712147, W.B., উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৫৮১ নং এফিডেভিট বলে Sunil Dutta S/o. Sudhir Kumar Dutta ও Sunil Kr. Dutta S/o. S. Kr. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Sar D/o. Bablu Sar নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Inaya Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Sk Monirul Hossain S/o. Sk Mahammad Ali ও Sk Monjirul Hossain S/o. Sk. M. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রিঙ্কু খাতুন, পিতা- আজিবর সেখ, বয়স ২২, ঠিকানা গ্রাম বামনপুকুর পোষ্ট- শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া পিন-৭৪১৩১৩, ২০-৬-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ কোর্টে এফিডেভিটে No. 2035 রিঙ্কু খাতুন থেকে রিঙ্কু মন্ডল হলাম

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮২৭ নং এফিডেভিট বলে Pinaki Chatterjee S/o. Ratan Chatterjee ও Pinaki Chattopadhyay S/o. Ratan Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫ নং এফিডেভিট বলে Roshnai Khatun D/o. Sk. Behetar Ali ও Rusna Khatun D/o. Beheta Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সমীর মন্ডল পিতা- গোপাল মন্ডল জন্ম সার্টিফিকেটে নাম Samiran Das আছে। ২০-৬-২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে Samiran Das ও Samir Mondal একই ব্যক্তি হলাম। আমার সাল নাম Samir Mondal.

Change of Name

I, **SHOBHA**, residing at Shrikrushna Nagar, Behind VMV College, Amravati, Tq. Dist.- Amravati, Maharashtra, Shall henceforth be known as to **SHOBHA MUKUNDRAO CHATUR** for all purpose as declared In the Court of Executive Magistrate, Tahasil Court, Amravati vide affidavit No.– 2450340091268201658288 dated 05/06/2024. That **SHOBHA** and **SHOBHA MUKUNDRAO CHATUR** both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

নভনীল মুখার্জ্জী পিতা – মানিক লাল মুখার্জ্জী, সাং- নুনিয়াডাঙ্গা, পোঃ বৈঁচী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712134, বিগত ইং-09/01/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-২, অফিসে I-81/2024, ভলুম 602/24 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**দিলীপ কুমার মন্ডল,** পিতা – দুর্গাপদ মন্ডল, সাং দাসপুর, পোঃ- হরালদাসপুর, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী- 712134) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **১) চাঁপা বাগ** হুগলী ডি.এস.আর-১, অফিসে 765/24, **(২) মিতালী মন্ডল** পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 1607/24, **(৩) অর্নব মন্ডল** হুগলী ডি.এস.আর-১, অফিসে 676/24 ও 677/24 নং দলিল মূলে মহাশয়/ মহাশয়াগণকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা দাসপুর, জে.এল.-78, হাল এল. আর 1375, 1376 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 1824 দাগে শালি 21 শতক, সাবেক ও হাল 1828 দাগে শালি 18 শতক, সাবেক ও হাল 1838 দাগে শালি 29 শতক, সাবেক ও হাল 2029 দাগে শালি 11 শতক, আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
দিলীপ কুমার মন্ডল
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা শ্রী গনেশ দেবনাথ, পিতা- শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ এবং শ্রীমতী সরস্বতী দেবনাথ, স্বামী- শ্রী গনেশ দেবনাথ, উভয়ের সাং- প্রতাপনগর লিঙ্করোড, মাথাপুর রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া গত ইং ০৩/০৩/২০২৩ তারিখে ৬৯২ নং (নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর.) আমমোক্তারনামা দলিলমূলে বিক্রেতা ১) শ্রী মিহির কুমার ব্যানার্জ্জী (বন্দোপাধ্যায়), পিতা- শৈলেন ব্যানার্জ্জী ওরফে শৈলেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী গৌতম মল্লিক, পিতা- বৃন্দাবন মল্লিক, সাং- নন্দীপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিকট হইতে এবং গত ইং ০২/০৩/২০২৩ তারিখে ১৭২২/২০২৩ নং (আসানশোল এ.ডি.এস.আর.) আমমোক্তারনামা দলিলমূলে বিক্রেতা ২) শ্রী চন্দন ব্যানার্জ্জী, ৩) শ্রীমতী সুচিত্রা বন্দোপাধ্যায়, উভয়ের পিতা- বিজয় কুমার ব্যানার্জী ওরফে বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ৪) শ্রী সত্যশঙ্কর ব্যানার্জ্জী, পিতা- বিজয় কুমার ব্যানার্জ্জী ওরফে বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, সাং- বুড়োশিবতলা ব্যানার্জীপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিকট হইতে গত ইং ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে ১৭৬৯/২০২৩ নং (নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর.) বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে নবদ্বীপ পৌরসভার অধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার আর.এস. ৪৫৭৪, ৪৫৭২, ৪৫৭৩, ৪৫৭৫ নং এল.আর. ৭২৯৪, ৭২৯২, ৭২৯৫, ৭২৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত (৪.২২+২.৯৫) = ৭.১৭ শতক ভিটি সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে অতি শীঘ্র নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও, মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদিসহ যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি পুষ্প সাধুখাঁ, স্বামী- দুলাল সাধুখাঁ, সাং- কুলগাছি উত্তরপাড়া, পোঃ- কুলগাছি, থানা- ভীমপুর, জেলা নদীয়া, আমার কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১৭.০৬.২০০৩ তারিখের ৩৯০৯ নং দলিলে ও নিজস্ব জমির পরচায় যাহার মৌজা ১০৫ নং কুলগাছি, খতিয়ান নং ৫০৭৬, দাগ নং এল.আর. ১৭৮, আমার নাম ভুলবশতঃ আরতি সাধুখাঁ হইয়াছে। ১৯.০৬.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে পুষ্প সাধুখাঁ ও আরতি সাধুখাঁ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) লক্ষ্মীরানী দাস স্বামী – পরিতোষ দাস সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149, **২) অন্নপূর্ণা দত্ত** স্বামী – গনেশ দত্ত সাং- পান্ডুয়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149, **৩) সুষমা প্রামানিক** স্বামী – আশুতোষ প্রামানিক সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149, **৪) মঞ্জুরানী গুই** স্বামী – বাসুদেব গুই **৫) আদিত্য গুই** পিতা বাসুদেব গুই ৪/৫ নং এর সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149, **৬) অন্তরা দত্ত** স্বামী – সুজিত দত্ত সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন 712149, **৭) অর্পিতা কাঁসারি** স্বামী – শিবনাথ কাঁসারি সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149, **৮) অচিন্ত্য কুমার গুই ৯) অতনু গুই** ৮/৯ নং এর পিতা দীনবন্ধু গুই সাং- বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন 712149, বিগত ইং- 14/06/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-3047/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আলমগীর সরকার** পিতা – মৃত গোলাম নবী সরকার সাং মটুকপুর পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী-712149 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **মফিজুল রহমান** পিতা মতিয়ার রহমান পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 4610/23 নং দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, জে.এল.-105, হাল এল. আর 299 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 1080 দাগে শুনা ষোল আনায় 53 শতকের মধ্যে 39.77 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
আলমগীর সরকার
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) মাসুমা বিবি স্বামী – সেখ এনামুল আলি সাং- সোনারগ্রাম পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149 বিগত ইং- 01/03/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-1040/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (রুকসার বিবি স্বামী কাজী জামাল উদ্দিন সাং- সোনারগ্রাম পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী-712149) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং **২) কাসমিরা বিবি** স্বামী – সেখ ইকবাল মহম্মদ সাং- সোনারগ্রাম পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন 712149 বিগত ইং- 28/08/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-4595/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**নূর আলম খান** পিতা মৃত কালু খান সাং- সোনারগ্রাম পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী-712149) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে **সেখ নওসাদ আলি** পিতা সেখ আনসার আলি এবং **রাজিয়া বিবি** স্বামী সেখ নওসাদ আলি দ্বয়কে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, অফিসে 2236/24 নং দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা কুলিপুকুর, জে.এল.-103, হাল এল. আর 524 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 980 দাগে শালি, 4 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-
রুকসার বিবি
নূর আলম খান
আমমোক্তারদ্বয়

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে জুন। ৭ ই আষাঢ় । শনি বার। মহা পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত, কলির দেব শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। অম্বুবাচী। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টত্তরী শনি র মহাদশা, বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।আজ জগন্নাথ এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ

মিথুন রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : আজ জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে

**(প্রভু জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত।
শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।)**

NOTICE

**IN THE 2ND COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE
(SENIOR DIVISION), MIDNAPORE
DIST- PASCHIM MEDINIPUR
REF: T.S. NO. 391/2019
SANJOY KUMAR MISHRA ....PLAINTIFF
= VS =
MANAS DAS MAHAPATRA & OTHERS ...DEFENDANTS
TO WHOM IT MAY CONCERN**

WHEREAS **Sanjoy Kumar Mishra** S/O Late Shib Kumar Mishra of Station Road, P.O - Midnapore, P.S- Kotwali, Dist- Paschim Medinipur has filed the above noted case for declaration of title, recovery of possession and manse profits in respect of the "A" Schedule property against **Manas Das Mahapatra and 10 Others** and the above noted case now has been pending before the Ld. 2nd Court of the Civil Judge, (Senior Division), Midnapore and the next date has been fixed upon 26.07.2024 for steps upon the Defendant No. 6.

WHEREAS you **Smt. Pritikana Pattanayak** W/O - Asit Kumar Pattanayak of Vill & P.O & P.S- Narayangarh, Dist- Paschim Medinipur, at present of Vill & P.O- Nutangram, P.S & Dist- Purulia, Pin No. 723121 is made party as Defendant No. 6.

WHEREAS if you have any objection to the above noted case, then you would appear before the Ld. 2nd Court of Civil Judge (Senior Division), Midnapore by self or authorized person and file objection on the date fixed on 26.07.2024, unless the suit be proceeded according to law.

"A" SCHEDULE OF LAND

Dist- Paschim Medinipur, P.O & P.S & Municipality - Midnapur, J.L. No.172, Mouza - Sekhpura,

Mouza	Khatian No.	Plot No.	Area	Nature of land
Sekhpura	112	152/309	0.0150 Acre	Bastu
	106	152/304	0.0100 Acre	

(Over which two small puca shop are standing)

Total = 0.0250 Acre

By Order,
Ayan Chakraborty
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Division) 2nd Court, Medinipur
Paschim Medinipur, Pin-721101, WB.

Date: 19/06/2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বর্ষার আগে সরস্বতী নদীর শাখা খাল সংস্কার না হওয়ায় অশনি সংকেত দেখছে মাশিলার গ্রামের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ আন্দোলনের পরে হাওড়াতে ঐতিহ্যবাহী সরস্বতী নদী সংস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পর এই কাজ শুরুতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এই নদী সংস্কার হওয়ার পাশাপাশি তাদের এলাকার শাখা খালগুলো আবর্জনা ও জঙ্গলে ভরে থাকার জন্য যথেষ্টই উদ্বেগের মধ্যে আছেন মাশিলা গ্রামের সাধারণ মানুষ। এলাকাতে অল্প বৃষ্টি হলেই ঠিক মত জল নামে না, ফলে এই মরসুমের বর্ষাতে আবারো জল যন্ত্রণাতে ভুগতে হবে বলেই তারা আশঙ্কা করছেন। তাই সরস্বতী নদী সংস্কারের পাশাপাশি মাশিলা অঞ্চলের যে শাখা খালগুলি আছে সেগুলিকেও সংস্কার করা প্রয়োজন বলেই তারা মনে করছেন। তা না হলে এই বর্ষাতে জল যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে না সাধারণ মানুষ এমনটাই মনে করছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় চিকিৎসক অমল কুমার দাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সরস্বতী নদীর সংস্কারের কাজ চলছে, এর সঙ্গে নদীর শাখাগুলোকেও সংস্কারের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ এই খালগুলোতে নোংরা বজ্য ফেলে, এতে খালে জঞ্জাল বৃদ্ধি পায়, খালের প্রস্থ্য হ্রাস পেয়েছে। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে ও বর্ষার আগে এই খালগুলোর সংস্কার হলে বর্ষাতে এলাকা জলে ডুববে না। মানুষ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

যদিও এই বিষয়ে মাশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গড়াই খান বলেন, এই শাখা খালগুলো কয়েক বছর আগে যতোটুকু সম্ভব হয়েছিল সংস্কার করা হয়েছিল কিন্তু অর্থের অভাবের জন্য সম্পূর্ণ সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চায়েতের হাতে সেই পরিমাণে অর্থ না থাকার জন্য এই শাখা খালগুলিকে সংস্কার করা যাচ্ছে না, আর যার ফলে এই মাসিলা অঞ্চলে বেশ কিছু এলাকা আলমপুর, মির্জাপুর সহ বেশ একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিকাশি ব্যবস্থাগুলিকে ঠিক করা যায়নি। ফিফটিন ফিন্যান্স এর যে অর্থ আসে তার কিছু নিয়ম থাকার জন্য খাল সংস্কারে জন্য কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই তিনি অনুরোধ করেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে, যাতে তারা যদি নিকাশি ব্যাবস্থা নিয়ে পরিকল্পনা করেন তাহলে পঞ্চায়েত গুলি কাজ করতে পারে।

যদিও পঞ্চায়েত প্রধানের আবেদনের থেকে শাসক দলের নিজস্ব সরকারের মাধ্যমে কি ভাবে এই সমস্যা মোকবিলা করতে পারে পঞ্চায়েত, সেটাই প্রধান প্রশ্ন। বর্ষার আগে এই শাখা খাল গুলোকে সংস্কার না করলে ফের এই বছরেও মাশীলার বেশ কিছু অঞ্চলের মানুষদের জমা জলের যন্ত্রনা ভুগতে হবে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের মহিলা উপদেষ্টা নিয়োগে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স সম্প্রতি ভারতে ১০ হাজার মহিলা উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য এই বিষয়ক একটি প্রোগ্রাম চালু করল। দেশব্যাপী নারী ক্ষমতায়ন ড্রাইভ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে তারা।বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক এবং স্বাস্থ্য বীমা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে ভারত জুড়ে ১০ হাজার মহিলা উপদেষ্টাদের অন-বোর্ড করার পরিকল্পনা নিয়েছে এই কোম্পানি। শুক্রবার কলকাতার পার্ক প্রাইম হোটেলে একটি সভা আয়োজিত করা হয়। প্রোগ্রামটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'নয়ি শুরুয়াত, এক্সপার্ট কে সাথ'। অপাতত প্রায় দেড় হাজার মহিলা নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের চিফ মার্কেটিং অফিসার স্বপ্না দেসাই এবং ইস্ট জোনাল হেড রোহিত মিতাল সহ বিশিষ্টরা।

আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের: রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিঠি মারফত জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। ভোটের পর রাজ্যে একাধিক জায়গায় হিংসা দেখা গিয়েছে। বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা দেখা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারকেই এর প্রতিকার করতে হবে বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন। এর মধ্যে কর্মীদের নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু তিনি দেখা করতে পারেননি। রাজভবনের গেটেই আটকে দেয় পুলিশ। রাজ্যপাল নিজেই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। বোস নিজেও অভিযোগ করেন, রাজভবনে কলকাতা পুলিশের প্রহরায় নিরাপদ বোধ করছেন না তিনি।

কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতার কাশীপুরে গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি ও হাওড়ার শ্যাম গার্ডেনে আর্য সমাজের উদ্যোগে মহাসমারোহে পালিত হল দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবছর যোগ দিবসের থিম- 'নিজের এবং সমাজের জন্য যোগ'। সেই অনুযায়ী শরীর ও মন ভালো রাখতে সাত সকালেই গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টারির কর্মী, অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যোগ শিবিরে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে আয়ুষ মন্ত্রকের প্রোটোকল মেনে যোগ অনুশীলন করান গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির কর্মচারি প্রখ্যাত বডিবিল্ডার ও যোগ বিশারদ সুব্রত সাঁতরা। পর পর করানো হয় সিদ্ধাসন, ভূজঙ্গাসন, ধনুরাসন, স্থলভাসন-সহ অন্যান্য আসন।

সকাল সকাল যোগ ব্যায়াম করতে ফ্যাক্টরির সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। যোগ দিবস উপলক্ষে সেভেন ট্যাঙ্ক এস্টেটে কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য যোগ প্রক্রিয়াশৈলীর কর্মশালা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যোগ দিবস সমারোহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির কার্যকারী নির্দেশক রাজেশ কুমার পাণ্ডে ও অন্যান্য অধিকারীবৃন্দ।

দক্ষিণ-পূর্ব শাখার রেলের তরফে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন হল। এবারে তাদের থিম 'যোগা ফর সেলফ অ্যান্ড সোস্যাইটি'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব শাখার জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র।

সিলিকোসিস নিরাময়ে উদ্যোগ স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিলিকোসিস আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্যগোটা রাজ্য জুড়ে শিবির করবে স্বাস্থ্য দফতর। এতদিন রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এই ধরনের শিবির আয়োজন করা হতো। তবে এবার উত্তর থেকে দক্ষিণ সব জায়গাতেই শিবির করবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি এই সিলিকোসিস রোগ সম্পর্কে সচেতন করবেন আশা কর্মীরা।

সাধারণত পাথর খাদান বা মার্বেলের খাদানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে সিলিকোসিস রোগে প্রবণতা দেখা যায়। পুরুলিয়া, আসানসোল, বীরভূম, রামপুরহাট, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এলাকায় এতদিন সিলিকোসিস রোগীদের জন্য শিবির করত স্বাস্থ্য দফতর। এবার রাজ্যের সর্বোচ্চ এই শিবির করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এলে সেই টাকা দিয়ে আশা কর্মীদের সচেতনতার কাজে লাগানো হবে।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সিলিকোসিসে মৃত ও আক্রান্ত পরিবার, যাদের আবেদনপত্র এক বছর আগে জমা পড়েছে, তাদের পেনশন আগামী এক মাসের মধ্যে শ্রম দফতর দিয়ে দেবে। সিলিকোসিস আক্রান্তের পরিচয়পত্র থাকা শ্রমিকদের বিনা পয়সায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করবে পরিবহণ দফতর।

উল্লেখ্য, সিলোসিস আক্রান্তদের জন্য রাজ্য জুড়ে শিবির করার দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। হাইকোর্টের নির্দেশে স্বাস্থ্য, শ্রম, পরিবহণ দফতরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মামলাকারীরা। এদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী শামিম আহমেদ, নন্দিনী মিত্র, পরিবেশ দূষণ পর্যদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ জুন ২০২৪ ৭ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

এবার তাপস সাহার কণ্ঠস্বরের নমুনা নিলেন তদন্তকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে একটি কল রেকর্ড এসেছে। সেই কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা। কালীঘাটের 'কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের পর এবার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তথ্যের ভিত্তিতে তাপসের কণ্ঠস্বরের স্যাম্পেল সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

এর আগেও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন তাপস সাহা। নদিয়ার তেহট্টে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ১২ জন আধিকারিক তল্লাশি চালিয়েছিলেন। ছাড় যাননি তাপসের আপ্ত সহায়কও। বাড়ির পাশের পুকুরেও তল্লাশি চলে। পুকুরপাড়ে বেশ কিছু নথি পোড়ানোর প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। পরীক্ষা করার জন্য সেই পুড়ে যাওয়া নথির নমুনাও সংগ্রহ করেছিল সিবিআই। ১৫ ঘণ্টার তল্লাশির পর সিবিআই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে লোক ডেকে মাংসভাত খাইয়েছিলেন তিনি। তদন্তকারীদের দাবি, টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাপসের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের আরও একাধিক নেতা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে। যদিও তাপস বারবার দাবি করেছেন, তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার।

উল্লেখ্য, এর আগেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের 'কাকুর' কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন তদন্তকারীরা। সেই নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল তাঁদের। আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেন সিএফএসএল-এ পাঠানো হয়। রিপোর্টে জানা যায়, ওই কণ্ঠস্বর 'কাকু' তথা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রেরই।

রাজভবনের পরিবর্তে ডিজি'র দফতরকে ধরনার স্থান হিসেবে বাছলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনের পরিবর্তে রাজ্য পুলিশের ডিজির দফতরের সামনে ধর্নায় বসতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ কলকাতা হাইকোর্টে এই বিকল্প জায়গার কথা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতার আইনজীবী। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চেয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আগামী মঙ্গলবার রাজ্যকে এ ব্যাপারে অবস্থান জানাতে হবে।

উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে 'আক্রান্ত' বিজেপি কর্মীদের নিয়ে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভে বসতে চেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই অনুমতি না দিয়ে, বিকল্প জায়গা বাছাই করার নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। শুক্রবার স্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গার কথা জানালেন তিনি। বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দিয়ে তাঁর আইনজীবী বলেন, রাজ্য পুলিশের ডিজির দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসতে চান তাঁর মক্কেল। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার ফের শুনানি রয়েছে।

রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর বিজেপির কর্মীরা শাসকদলের কর্মীরদের হাতে 'আক্রান্ত' হয়েছেন বলে দাবি করছে বিজেপি।

সেই 'আক্রান্ত'দের নিয়ে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভে বসতে চান শুভেন্দু। এই মর্মেই পুলিশের কাছে আবেদন জানায় তাঁরা। তবে পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দারস্থ হন বিরোধী দলনেতা।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। ১৯ তারিখ মামলার শুনানিতে, বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, রাজভবনের সামনেই কেন ধরনার বসতে হবে? তিনি বিকল্প স্থানও খুঁজতে বলেন। প্রথমে রাজি না হলেও এদিন হাই কোর্টে শুভেন্দুর আইনজীবী জানান, রাজভবনের পরিবর্তে তারা রাজ্য পুলিশের ডিজির দপ্তরের বিক্ষোভে বসতে চান। এই মামলার চূড়ান্ত রায় আসেনি। আগামী মঙ্গলবার ফের শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।

কয়লা পাচার মামলায় সিবিআইয়ের জালে কর্তা-সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লাকাণ্ডে এবার সিবিআইয়ের জালে গ্রেপ্তার ইসিএল এর এক আধিকারিক-সহ ২ জন। জানা গিয়েছে, দুজনের মধ্যে একজন ইসিএল কাজোড়া এরিয়ার জিএম (আইইডি) পদে কর্মরত নরেশচন্দ্র সাহা। অন্যজন অশ্বিনী কুমার যাদব। তিনি পেশায় সিভিল কন্ট্রাক্টর। বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের তলবে সাড়া দিয়ে নিজাম প্যালেসে এসেছিলেন তাঁরা। দীর্ঘ জেরার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সূত্রের খ বর। শুক্রবার সকালে ধৃতদের তোলা হয়েছে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কয়লা পাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে অনুপ মাঝি তথা লালার নাম। লালার বাড়ি, অফিসে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। লালার সঙ্গী বলে পরিচিত গুরুপদ মাজি-সহ বেশ কয়েকজনের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। পরবর্তীতে তাঁদের গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু হদিশ মিলছিল না লালার। গতমাসে আচমকা কয়লা পাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আত্মসর্মপণ করেন। বর্তমানে শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্ত রয়েছেন তিনি।

এদিকে কয়লা পাচারের শিকড়ে পৌঁছতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে দুজনকে ডেকে পাঠানো হয়। টানা জেরার পর রাতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ভোর ৫ টে নাগাদ ধৃতদের নিয়ে নিজাম থেকে আসানসোল সিবিআই বিশেষ আদালতে রওনা হন আধিকারিকরা। সিবিআই এসপি উমেশ কুমার নিজে যান। উল্লেখ্য, চার্জশিটে যে ৩৪ জনের নাম আছে তার বাইরে এই দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সরকারি জমি বেদখল রুখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরই তড়িঘড়ি কাজে নামল নবান্ন। শুক্রবার সরকারি জমি জবরদখল রুখতে পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, কমিটিতে রয়েছেন শীর্ষ আমলারা। তাঁরা এই সংক্রান্ত নীতি তৈরি করবেন। কমিটিতে রয়েছেন আইএএস মনোজ পন্থ, প্রভাত মিশ্র, মনোজ ভার্মা, আইপিএস বিনীত গোয়েল। বিনীত গোয়েল কলকাতার পুলিশ কমিশনারও।

উল্লেখ্য, বারবার সরকারি জমি জবর দখলের অভিযোগ সামনে আসছিল রাজ্য জুড়ে। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে নবান্নে একটি বৈঠক রাখেন তিনি। সেখানে আমলা-পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। কোন দপ্তরের কত জমি রয়েছে, তার তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা মতো এদিন তৎপর হতে দেখা গেল নবান্নের আমলাদের।

অগ্নিমিত্রার দায়ের করা মামলায় জামিন কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের করা মানহানি মামলায় জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। আলিপুর আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। বিতর্কের সূত্রপাত গত ফেব্রুয়ারি মাসে। একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে করা কুণাল ঘোষের কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক দানা বেধে ছিল। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অগ্নিমিত্রা পল কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন।

টিভি অনুষঠানে সেদিন কুণালের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পলও। সেখানে অগ্নিমিত্রা বলেছিলেন, 'তৃণমূল নেতাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।' তর্ক বিতর্কের মাঝে কুণাল বলেছিলেন, 'আপনারাও তো শুভেন্দু অধিকারীকে নেতা করেছেন। টিভিতে তো তাঁকেও কাগজে মুড়িয়ে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। আপনারা সেটা দেখতে পান না। নিল্লর্জ, বেহায়া।' এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অগ্নিমিত্রা পল কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করেন। মামলায় তিনি উল্লেখ করেন, কুণাল সর্বসমক্ষে একজন মহিলাকে অপমান করেছেন। শুক্রবার আলিপুর আদালতে সেই মামলারই শুনানি ছিল। কুণালের হয়ে তাঁর আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী আদালতে সওয়াল করেন, 'কুণাল ঘোষ কোনও মহিলা, বিধায়ক কিংবা ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে এহেন মন্তব্য করেননি। তিনি একটি দুর্নীতির বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়েই এই মন্তব্য করেছেন।'

মৃত খুদে সাঁতারুর পরিবারের পাশে অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর এথলেটিক ক্লাবের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে আট বছরের প্রতীক বিশ্বাসের। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, প্রশিক্ষকের গাফিলতিতেই প্রতীকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলায় ব্যারাকপুর সুকান্ত সরণিতে মৃত প্রতীকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। ছেলেকে হারিয়ে প্রাক্তন সাংসদের সামনেই এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের বাবা প্রাক্তন বায়ু সেনা কর্মী পরিমল বিশ্বাস এবং মা লতা বিশ্বাস। এমনকি প্রাক্তন সাংসদের সামনেই কাঁদতে

কাঁদতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন লতা দেবী। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, প্রশিক্ষকের গাফিলতিতেই এই ঘটনা। তবে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্লাব কর্তাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষকদের নজরদারির প্রয়োজন। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মৃতের পরিবারের পাশে তাঁরা আছেন। প্রয়োজনে তাঁরা আইনি সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর বক্তব্য, মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করলে অভিযুক্ত প্রশিক্ষককে গ্রেপ্তার করা উচিত।

স্কুলের বাসের ধাক্কায় ছিটকে গেল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালার বড়িশা হাইস্কুলের ছাত্র সৌরনীলের মৃত্যুর স্মৃতি এখনও ফিকে হয়নি। তার মধ্যেই আবারও কলকাতা শহরে দুর্ঘটনা। এবার দুর্ঘটনাস্থল ঠাকুরপুকুর। স্কুল বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল এক ছাত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অস্ত্রোপচার হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন ছাত্রের বাবাও। তিনিও ছেলের সঙ্গে একই হাসপাতালে ভর্তি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, জোকার দিক থেকে একটি স্কুল বাস আসছিল। তখন এই ছাত্র তার বাবার সঙ্গে বাইকে বিবেকানন্দ মিশন স্কুলে যাচ্ছিল। স্কুল বাসটির সামনে বাইক চলে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। বাসটি বাইকে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান দুজনেই। নাবালকটির মাথায় গুরুতর চোট লাগে। দুর্ঘটনায় আবারও ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পুলিশ। জানা দিয়েছে, আহত ছাত্রের নাম স্নেহাল মধু। স্নেহাল বিবেকানন্দ মিশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সে। ঠাকুরপুকুর থানার তরফ থেকে স্কুল বাস আটক করা হয়েছে। চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বদল ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট মিটতেই এবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বদল ঘিরে বাড়ছে জল্পনা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী, এমন খবর বার বার উঠে আসছে। তাই বঙ্গীয় কংগ্রেসে অধীর জামানার পত্তন ঘটবে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই।

উল্লেখ্য, এবারের ভোটে ডবল হ্যাটট্রিক হয়নি অধীর চৌধুরীর। বহরমপুরের তাঁর দুর্ভেদ্য দুর্গে ভাঙন ধরিয়েছে তৃণমূল। বহরমপুরের পাঁচ বারের প্রাক্তন সাংসদ তৃণমূলের খেলোয়ার তারকা ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাস্ত হয়েছে অধীর। তাই দলে আগামীর ভূমিকা তাঁর কী হবে, তাই নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে। গুঞ্জন ছড়িয়েছে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন অধীরবাবু। যদিও এখ নও পর্যন্ত অফিশিয়ালি কংগ্রেসের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

লোকসভা ভোট পরবর্তী সময়ে শুক্রবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। সেই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে অধীর চৌধুরী বলেন, 'আমি প্রদেশ কংগ্রেস অস্থায়ী সভাপতি। মল্লিকার্জুন খাড়্গো যেদিন থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন, সেদিন থেকে তো ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে সভাপতি হয়নি। এবার যখন করবে, তখন দেখতে পাবেন আপনারা। আমি তো অস্থায়ী সভাপতি।'

উল্লেখ্য,বহরমপুরে ইউসুফের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে বাংলায় ইন্ডিয়া জোট কার্যকর না হওয়ার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অধীর চৌধুরীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের আবহে বাংলার এই সমীকরণ নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গোকেও। খাড়্গো বলেছিলেন, 'কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অধীর চৌধুরী কেউ নন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কংগ্রেসে হাইকমান্ড আছে। যদি কেউ সেটা মানতে না পারেন, তাহলে বেরিয়ে যেতে পারেন।'

লোকসভা মিটে যাওয়ার পরে অবশ্য দিল্লীতে দলীয় হাজির থাকতে দেখা যায় অধীরকে। তবে অধীরের পরে কে হতে পারেন প্রদেশ কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি? তা নিয়ে চলছে বিস্তর চর্চা। দলীয় সূত্রে খবর নতুন প্রদেশ সভাপতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন বাংলা থেকে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত ও একমাত্র সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। এছাড়া পোড় খাওয়া প্রদীপ ভট্টাচার্য ও আবদুল মান্নানও নতুন প্রদেশ সভাপতি হওয়ার দৌঁড়ে রয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

যোগ দিবস পালন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। যোগ হল, প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র সংঘের ভাষণে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। সেই বছর ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। শুক্রবার ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। নিজেদের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে ফ্যাক্টরির উচ্চপদস্থ অধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা যোগার মাধ্যমে বিশেষ দিনটিকে পালন করলেন। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির অধিকারিকরা জানালেন, এবারের থিম নিজের জন্য যোগা। সমাজের জন্য যোগা। ফ্যাক্টরিতে প্রতিদিন সকালে মহিলারা এক ঘন্টা করে যোগাও করেন।

পার্ক স্ট্রিটের গুলিকাণ্ডে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিটে গুলি চালানোর ঘটনায় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ব্যাঙ্কশাল আদালতে জানালেন মুখ্য সরকারি আইনজীবী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ফাহিমুদ্দিন ওরফে সোনাকে বুধবার ঝাড়খণ্ডের গিরিডি থেকে ধরেছে লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা। বৃহস্পতিবার তাকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় তাকে। এই ঘটনায় আগে গ্রেফতার হওয়া ফারুক খান, আসিফ আহমেদ, আবসার আলি খান, মহম্মদ সাব্বির খান এবং ম্যাথু নোয়েলকেও পুলিশি হেফাজত থেকে এ দিন আদালতে হাজির করা হয়েছিল। শুনানিতে অভিজিৎ বলেন, 'সিসি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে, ঘটনার দিন একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা দেখা দরকার।"

এই সব তথ্য জানতেই সোনাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী। বাকি পাঁচ অভিযুক্তের আইনজীবীরা তাঁদের মক্কেলদের জন্য শর্তাধীন জামিনের আর্জি জানান। পালটা ওই পাঁচ জনকেও ফের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানান অভিজিৎ। সওয়াল শেষে বিচারক সোনা-সহ ছ'জনকেই ২৯ জুন পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে পার্ক স্ট্রিট থানার মির্জা গালিব স্ট্রিটে মোটরবাইক ওভারটেকের ঘটনায় বচসার জেরে এখলাস বেগ নামে এক যুবককে গুলি করার অভিযোগ ওঠে। পুলিশের দাবি, সে দিন দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখে ধৃতদের জেরা করে আগ্নেয়াস্ত্রগুলির খোঁজ চলছে।

গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষার খরচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বায়ুদূষণের কথা মাথায় রেখে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সব গাড়িকেই ধোঁয়া পরীক্ষা করিয়ে শংসাপত্র নিতে হয়। এই পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে অনেক আগেই। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এ বার সেই খরচ বাড়তে চলেছে অনেকটাই। কলকাতা শহর-সহ গোটা রাজ্যে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষা করানোর খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। লোকসভা ভোটের আগে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল অর্থ দফতরে। সম্প্রতি অর্থ দফতর সেই প্রস্তাবে সায় দেওয়ায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তা চালু হতে পারে বলে খবর।

পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, চার চাকার যানবাহনের খরচ ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ পর্যন্ত করা হতে পারে। তিন চাকা যানের ক্ষেত্রে খরচ ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকা হতে পারে। আবার বাইক এবং স্কুটারের ক্ষেত্রে খরচ ৮০ টাকা বদলে গুনতে হতে পারে ৯০ টাকা। পণ্যবাহী লরি

বা ট্রাকের ক্ষেত্রে খরচ বাড়ানো হতে পারে দ্বিগুণ। আর এই খরচের সঙ্গে যুক্ত হবে আবার জিএসটি। ফলে একধাক্কায় রাজ্যে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষা করানোর খরচ অনেকটাই বাড়তে চলেছে।

এই খরচের ৫০ শতাংশ রাজস্ব যাবে সরাসরি পরিবহণ দফতরের কাছে। আর বাকি অংশ থাকবে ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছে। উল্লেখ্য, আগের পদ্ধতিতে ধোঁয়া পরীক্ষায় কোনও রকম রাজস্ব আসত না পরিবহণ দফতরের কাছে। নতুন এই ব্যবস্থাপনায় রাজ্য জুড়ে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে বলে মনে করছেন পরিবহণ দফতরের কর্তারা। জানা গিয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর কারচুপি রুখ তে ন্যাশনাল ইনফরমটিক্স সেন্টার অর্থাৎ এনআইসি-এর প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন এই পদ্ধতিতে ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে একটি বিশেষ অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। সেখানে ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে হবে। সঙ্গে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষার সময় গাড়ির নম্বর প্লেটের ছবি, গাড়ির ছবি এবং ধোঁয়া পরীক্ষার ভিডিও ওই অ্যাপে আপলোড করা বাধ্যতামূলক।

EKDIN 22.06.2024 PAGE 4_Layout 1 6/20/2024 4:30 AM Page 1

সম্পাদকীয়

অসাধু ব্যবসায়ীরা কিছু ডাক্তারের সাহায্যে সরকারি দোকানের সুলভ মূল্যের ওষুধের মান নিয়ে সন্দেহ তৈরি করছে

আমাদের মধ্যে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। তার কুফলগুলি যথাযথ ভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে দোষারোপ না করে এর কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অসুস্থ হলে হাসপাতালে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা হল, শহরকেন্দ্রিক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে হলে সাধারণ মানুষকে কাকভোরে গিয়ে সারা দিন অতিবাহিত করতে হয়, যা রোজগারের ক্ষতি করে। আর বেসরকারি হাসপাতালগুলির ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসা করানো কতটা ব্যয়বহুল তার একটা মোটামুটি হিসাব; এককালীন নথিভুক্তিকরণের খরচ ২০০-৩০০ টাকা। তার পর ডাক্তারের ফি ৫০০-১৮০০ টাকা, এর পর আছে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ। যদিও নিজের ইচ্ছায় ওষুধ খাওয়াতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, তথাপি এই প্রবণতার মূল কারণ হল চিকিৎসার খরচ সাশ্রয়ের প্রচেষ্টা। আর একটি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক উপায় হল ইন্টারনেট সার্চ করে ডাক্তারি পরামর্শের উপর নির্ভরশীলতা। ইন্টারনেটে খোঁজ করলে যে কোনও অসুখ-বিসুখের একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু সে মোতাবেক কোনও রোগ নির্ধারণের প্রচেষ্টা মূর্খামির নামান্তর। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য, ডাক্তারবাবুর করা পুরনো প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী একই ধরনের উপসর্গের নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া একই ওষুধ ব্যবহার করা। প্রবন্ধকার যথার্থ বলেছেন এমন অনেক ওষুধ আছে ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া যেগুলির বার বার ব্যবহার শরীরের ক্ষতি করে। ওষুধের দোকানগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হওয়া দরকার, যাতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধ হয়। ওষুধপত্রের দামের বিষয়টিও উল্লেখ করা দরকার। ‘সবার জন্য সস্তা ওষুধ’ নামে ভারত সরকারের একটি জনহিতকর প্রকল্প চালু আছে। অবশ্যই দেশের মানুষ অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে একই জেনেরিক কম্পোজিশনের ওষুধ (ব্র্যান্ডেড নয়) পাচ্ছেন এবং অনেক অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অনেক সময়ে কিছু ডাক্তারবাবুর ইন্ধনে ওই সব ওষুধের মান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। অবিলম্বে সরকারের তরফে এ ধরনের সংশয় দূর করার প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

আনন্দকথা

ভক্ত — সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারুর যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয়, সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন, এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কোন কর্ম খালি হয়েছে?

‘‘আর একটি উপায় আছে — ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও — দেখা দিতেই হবে — তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ওমরীশ পুরী

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অমরীশ পুরীর জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টম অলটারের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিনভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*

বাঁচুক গঙ্গা, বাঁচুক গঙ্গার সখী

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

বর্তমানে গঙ্গার হতশ্রী অবস্থা নিবেদিতার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নদীর জলে ভেসে থাকা ও পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন আবর্জনা দেখেও প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ যখন নিশ্চিন্তে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তখন তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। রুগ্ন নদীর দুর্দশা দেখে তাঁর মন ডুকরে কেঁদে উঠে যেন অস্ফুটে বলে উঠেছে কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার লাইন — ‘বড় রোগা হয়ে গেছ নদী’। তাই, এবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সকালবেলায় ফুলিয়ার বুকে প্রবাহিত গঙ্গার কৃত্তিবাস ঘাট পরিষ্কার করতে তিনি আন্তরিক আহ্বান জানান ‘অন্যমন’ পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্য-সদস্যাগণকে। তিনি নিজে ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন সাফাই কাজে। একে একে জড়ো হন তাঁর সঙ্গী-সাথীরা।

স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, ‘১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলিকাতায় সে কি আতঙ্ক।... কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে লন্ডন হইতে আনিয়াছেন।’ ২০২৪ সালের ৫ জুন কৃত্তিবাসভূমি ফুলিয়ায় দেখা গেলো আরেক নিবেদিতাকে। তিনি ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েছেন ফুলিয়ায় গঙ্গার কৃত্তিবাস ঘাট পরিষ্কার করতে। জনসচেতনতা বাড়াতে, কুসংস্কারের অন্ধকারে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে শিক্ষার প্রসারে ভারত দুহিতা নিবেদিতা যেন যুগে যুগে জন্ম নিচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে প্লেগ মহামারির সময় বাগবাজার পল্লীতে স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আর এখন পরিবেশের দুসময়ে জটিল রোগাক্রান্ত নদীকে সেবা-শুশ্রূষা করে খানিক সুস্থ করে তুলতে ‘অন্যমন’ পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্য-সদস্যাদের সাথে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন এযুগের নিবেদিতা — ফুলিয়ানিবাসী, ‘অন্যমন’ পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট সুফিয়া কামাল গবেষক, অধ্যাপক নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)।

বর্তমানে গঙ্গার হতশ্রী অবস্থা নিবেদিতার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নদীর জলে ভেসে থাকা ও পাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন আবর্জনা দেখেও প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ যখন নিশ্চিন্তে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তখন তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। রুগ্ন নদীর দুর্দশা দেখে তাঁর মন ডুকরে কেঁদে উঠে যেন অস্ফুটে বলে উঠেছে কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার লাইন — ‘বড় রোগা হয়ে গেছ নদী’। তাই, এবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সকালবেলায় ফুলিয়ার বুকে প্রবাহিত গঙ্গার কৃত্তিবাস ঘাট পরিষ্কার করতে তিনি আন্তরিক আহ্বান জানান ‘অন্যমন’ পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্য-সদস্যাগণকে। তিনি নিজে ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন সাফাই কাজে। একে একে জড়ো হন তাঁর সঙ্গী-সাথীরা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বেলগড়িয়া পঞ্চায়েত ১।

নিবেদিতার অঙ্গুলিহেলনে কৃত্তিবাসভূমির কৃত্তিবাস ঘাটের বাঁধানো সিড়ির ডানপাশ প্রথমে পরিষ্কার করা হয়। এরপর সেখানে কয়েকটি সিমেন্টের পিলার গেঁথে নেট দিয়ে ঘিরে একটি বড় ঘেরাটোপ তৈরি করা হয়। এখানে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বর্জ্যপদার্থ ফেলার অনুরোধ জানিয়ে একটি বোর্ড টাঙানো হয়েছে। গত ১৬ জুন গঙ্গাপুজোর প্রাক্কালে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকেই কলুষমুক্ত করতে এক বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)।

এর আগেও নিবেদিতা হাতের আড়াল দিয়ে নদীর জীবনদীপ শিখাকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে এসেছেন। তিনি শুনতে পেয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রী জলঙ্গি নদীর কান্না। নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গিকে পুনরুজ্জীবিত করতে তিনি ছুটে এসেছেন কৃষ্ণনগরে। অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন ‘সেভ জলঙ্গি’, ‘দ্য গ্রীন ওয়াক’ ও ‘বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা’র সাথে হাত মিলিয়ে গত ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি করিমপুর ২ ব্লকের চর মোক্তারপুরে ভেলানগর ঘাট (জলঙ্গি ও ভৈরবের সঙ্গমস্থল) থেকে স্বরূপগঞ্জ ঘাট (জলঙ্গি ও ভাগীরথী-হুগলীর সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী আনুমানিক ১৩৮ কিলোমিটার পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে। এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন নদীপ্রেমী নিবেদিতা। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে এক বিরাট পথসভায় তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছেন যে, এখন আমাদের প্রত্যেকের নদীঋণ শোধ করার সময় এসেছে।

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর হাতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশে দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে দীপহস্তে এক নারীমূর্তি যা ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতির নিদর্শন বহন করে চলেছে। একইরকমভাবে আজ পরিবেশ তথা নদীর দুসময়ে জনসচেতনতা ও আশার আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে আসছেন এযুগের নিবেদিতা — অধ্যাপক নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)।

জলঙ্গি নদীকে কৃষ্ণনগরের সাধারণ মানুষ গঙ্গার সমতুল্যই মনে করেন। তাই, এই নদীর পাড়ে ধুমধাম করে দশহরায় গঙ্গাপুজো করেন মৎস্যজীবীরা এবং এই নদীর বুকে যাঁরা নিত্য সাঁতার কাটেন, তাঁরা। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে জলঙ্গিকে ‘গাঙ্গিনী’ বলে উল্লেখ করেছেন আর জলঙ্গিপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্র বাগচী এই নদীকে বলেছেন ‘গঙ্গার সখী’।

গত ২ জুন (১৯ জ্যৈষ্ঠ) মহাযোগী শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৪ তম তিরোধান দিবসে তাঁর পুজো উপলক্ষে ব্যস্ত কৃষ্ণনগর সকাল ৭ টা নাগাদ হঠাৎ দেখতে পেল রাস্তায় দৌড়াচ্ছে বছর পাঁচেকের দুই খুদে — পৃথ্বাংশু ও তীর্থাংশু। না, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড় নয়, তারা দৌড়াচ্ছে নদী বাঁচানোর দাবিতে। ‘সেভ জলঙ্গি’ গত ২ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে নদীয়ার অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশ সংগঠনের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মুমূর্ষু জলঙ্গি ও অঞ্জনা নদীসহ জেলার সমস্ত জলাশয়কে রক্ষার দাবিতে ‘নদীর জন্য দৌড়’ কর্মসূচি পালন করেছে। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে আরম্ভ হয়ে মোট ১৭.৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে স্বরূপগঞ্জ ঘাটে থেমেছে এই দৌড়। এই মহতী কর্মসূচিতে বড়দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৌড়েছে তাহেরপুর থেকে আসা পৃথ্বাংশু ও তীর্থাংশু। নদীর দুর্দশা দেখে তারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে চুপচাপ মোবাইলে গেম খেলতে পারে নি। নদী রক্ষার্থে নেমে পড়েছে রাজপথে।

এদিন ‘সেভ জলঙ্গি’র ডাকে ‘নদীর জন্য দৌড়’ কর্মসূচিকে সফল করতে পথে নেমেছেন জেলার অগণিত মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, নামকরা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, খ্যাতনামা নাট্যকর্মী, সরকারি চাকুরীজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং বেশ কয়েকজন গৃহবধূ। পাণিনালা ও বাদকুল্লা অনামী ক্লাব থেকে এসেছিলেন বহু দৌড়বীর কিশোর-কিশোরী। নদী ও পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের আত্মসুখে মগ্ন হয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ব্যস্ত, তখন হেলায় এক দিনের কাজ তথা রোজগার বন্ধ রেখে নদী বাঁচানোর বার্তা দিতে দৌড়ালেন চাপড়া থেকে আসা রঙ মিস্ত্রি দোয়া বক্স। তাঁর বোন তসলিমা খাতুনও এগিয়ে এসেছেন নদীকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে। তিনি খালি পায়ে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে স্বরূপগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত তপ্ত রাজপথে দৌড়েছেন।

এদিন ‘নদীর জন্য দৌড়’ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ পথ (৩৫ কিলোমিটার) সাইকেল চালালেন জনা পঁচিশেক সাইকেল আরোহী। ডা সঞ্জয় রাহার অঙ্গুলিহেলনে চলেছে এই সাইকেল যাত্রা। বড়দের তালে তাল মিলিয়ে গোটা পথ চোয়াল শক্ত করে সাইকেল চালিয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি। তাকে দেখে মনে হয়েছে যেন সাইকেলের দুই চাকায় সে পিষে ফেলতে চাইছে নদীর জন্য অশুভ চিন্তকদের। এদিন গোটা রাস্তা মৃত্যুপথযাত্রী নদী ও জলাশয়কে রক্ষার গুরুত্বের কথা মাইকে বলতে বলতে এগিয়ে গেছেন নদীপ্রেমী শোভনা দাস।

২ জুন ‘নদীর জন্য দৌড়’ কর্মসূচি পালনের পর গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (কৃষ্ণনগর শাখা), ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি কৃষ্ণনগর সদর সাব ডিভিশন, কৃষ্ণনগর লায়ন্স ক্লাবসহ আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশ সংগঠনের হাতে হাত রেখে ‘সেভ জলঙ্গি’ সকালে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন এবং বিকেলে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক পথসভার আয়োজন করে।

আধুনিক নাটকের জনক হেনরিক ইবসেনের ‘এ ডলস হাউস’ নাটকের শেষ দৃশ্যে নোরা, স্বামী টরভাল্ড হেলমারের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তখন জীবনপথে নোরার একলা চলার ছন্দে কেঁপে উঠেছিল গোটা ইউরোপ। আজ তসলিমা খাতুনের ধূলি — ধূসরিত নগ্ন পায়ের দুরন্ত গতিতে কাঁপছে পুরো চৈতন্যভূমি। টলছে রাজা-রাজড়াদের সিংহাসন। পিছু হটছে নদীঘাতকেরা।

দুর্ঘটনা এড়াতে রেলের যাত্রী পরিষেবায় আরও যত্নবান হতে হবে

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের রাঙাপানির কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে মালগাড়ির ধাক্কা লেগে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। ঠিক একবছর আগে ২রা জুন ওড়িশার বাহানাগা স্টেশনে এমনভাবেই একই লাইনে এসে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল করমণ্ডল এক্সপ্রেস। শতাধিক মানুষের প্রাণ গিয়েছিল তাতে। রেল ব্যবস্থার গাফিলতি বারবার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ অধিক দ্রুতগামী বন্দে ভারতের দিকে বেশি নজর দিতে গিয়ে বাকি রেল পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় রেল নিয়ে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘মিশন রফতার’ এবং ‘গতিমান ভারত’ প্রকল্প অন্যতম যেখানে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, তেজস এক্সপ্রেস এবং বুলেট ট্রেনের মতো একের পর এক ‘সেমি হাইস্পিড’ এবং ‘হাইস্পিড’ রেল চালু করাই ছিল এই প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য। একইসাথে যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী রেলের গতি বৃদ্ধিও লক্ষ্যমাত্রায় ছিল। এরসাথে ২০১৬ সালে রেল দুর্ঘটনা কমিয়ে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ‘মিশন জিরো অ্যাক্সিডেন্ট’ সংকল্প নেওয়া হয় কিন্তু ৮ বছর পার হয়ে গেলেও রেলের তথ্য অনুযায়ী, একমাত্র ২০১৯ সালেই গোটা দেশে কোনও রেল দুর্ঘটনা ঘটেনি। বরং ২০২২-এর পর থেকে মিশন জিরো অ্যাক্সিডেন্ট সংকল্পের দিকে নজরই পড়েনি রেল কর্তৃপক্ষের।

এই গাফিলতির নেপথ্যে যে বিষয়গুলি মুখ্য তার মধ্যে অন্যতম গোটা দেশে বিভিন্ন প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবার মধ্যে শুধু বন্দে ভারতের জন্যই রেল বাজেটে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস তৈরিতে খরচ হয় প্রায় ১০৫ কোটি টাকা। এই সব ট্রেনের ভাড়া ১১০০-১২০০ দিয়ে শুরু এবং সাধারণ মানুষ যে ট্রেনে ১০০-২০০ টাকায় যেতে পারেন, সেই সব রেল পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা প্রকট হচ্ছে। এর পাশাপাশি রেল ট্র্যাককে বন্দে ভারতের উপযুক্ত করে তুলতেও কোটি কোটি টাকা খরচ করছে কেন্দ্র। ২০২২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ মার্চ পর্যন্ত ৪৯টি নতুন রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে ২২টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে সব ক'টায় যে প্রাণহানি না হলেও গাফিলতি এড়াতে পারে না রেল মন্ত্রক।

একইসাথে জুড়ে রয়েছে রেলে শূন্যপদ পূরণে গাফিলতি। ২০২৩ সালের জুন মাসে একটি RTI-এর জবাবে রেলের তরফে বলা হয়েছিল যে গোটা দেশে ভারতীয় রেলে প্রায় ১৯ হাজার গেজেটেড আধিকারিক পদের মধ্যে খালি রয়েছে তিন হাজারেরও বেশি পদ। এছাড়াও গ্রুপ সি-তে মোট পদ ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬২৩ এর মধ্যে ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৪৩৮টি শূন্যপদ রয়েছে যার মধ্যে ট্র্যাকপার্সন, পয়েন্টসম্যান, বিদ্যুৎকর্মী, সিগনাল এবং টেলিফোন অপারেটরের পদের সাথে প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার শূন্যপদ রয়েছে ‘সেফটি’ ক্যাটিগরিতে।

অর্থাৎ যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্বে লোকের অভাব এইমুহূর্তে রেল পরিষেবায় প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে। কর্মীর অভাবে অনেক রেল কর্মচারীকে ডবল শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কখনও কখনও তা ১৬ ঘণ্টাও পেরিয়ে যায় যারফলে রেল পরিষেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সঠিকভাবে ঘুমোনো, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কিছুই হয়ে ওঠে না তাদের। মানসিক ভাবে তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে সন্দেহ নেই।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তকে যুক্ত করতে সরকার রেল যোগাযোগের পরিধি তৎপরতার সাথে বৃদ্ধি করলেও সেই অনুযায়ী পরিষেবার মান উন্নত করতে শূন্যপদ পূরণের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন নয়তো শূন্যপদের পরিবর্তে মজুত কর্মীদের উপরন্তু পরিশ্রম রেলের দৈনন্দিন পরিষেবা প্রদানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং বারংবার রেলযাত্রা সহস্র মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কৃষি বিমায় বৈষম্যের অভিযোগ তুলে গোঘাটের চাষিদের বিক্ষোভ ও তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলু চাষের কৃষি বিমার বৈষম্যের অভিযোগ তুলে কৃষি দপ্তর ঘেরাও এবং বিক্ষোভ চাষিদের। এবার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট দু'নম্বর ব্লক কৃষি আধিকারিকের অফিসে বিক্ষোভ দেখান কামারপুকুর সহ আশ-পাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, কামারপুকুর অঞ্চল সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চল আলু চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও শস্যবিমায় যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। চাষিদের অভিযোগ, কুমারগঞ্জ অঞ্চলে আলু চাষ না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৮০ শতাংশের কাছাকাছি বিমার টাকা ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের অঞ্চলের কৃষকদের সেই পরিমাণ ছাড় দেওয়া হয়নি। কৃষকদের এই বৈষম্যের কারণ হিসেবে কৃষি অধিকর্তাদের আর্থিক লেনদেনের প্রসঙ্গ তোলেন কৃষকরা এবং ভাগ বাটোয়ারা আছে বলে অভিযোগ করেন তারা। যদিও গোঘাট দু নম্বর ব্লক সহ কৃষি আধিকারিক সুদীপ ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখেই

অফিসের ভেতরে চলে যান। তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। চাষিরা দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় গোঘাট থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে তারা। আলু চাষি শেখ আজিজুল হক বলেন, আমরা দু'বার আলু চাষ করেও ভালো ফলন হয়নি। আলু নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা চাইছি যেমন ভাবে আমাদের ক্ষতি হয়েছে সে রকম আমাদেরকে ইন্সুরেন্সের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। চাষি দীপঙ্কর পান বলেন, বৈষম্যটা কেন, ব্লক সহ কৃষি আধিকারিক সব জানেন। কিছু একটা রফা আছে। উনি বিমা কোম্পানির সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু করেছে। চাষিদেরকে সবাই মারছে। একই ব্লকে দু'রকম বৈষম্য হয় কি করে, যা হবে সবার সমান সমান। কুমারগঞ্জের দুই শতাংশ আলু চাষ হয় আর এখানে ১০০ শতাংশ আলু চাষ হয়েছে তাহলে এই বৈষম্য কেন? এই বৈষম্যের ভিতরে কি রহস্য সেটার উত্তর দিতে হবে আমাদেরকে। পাশাপাশি আলু চাষি নিমাইচন্দ্র পাল বলেন, আমার স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে, জমি বাধা দিয়ে আমাদের আলু চাষ করতে হয়েছে। সেই আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেজন্য আমরা আমাদের অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চেয়েছি। উনি উত্তর না দিলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। ঘটনা প্রসঙ্গে আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হোক। যদিও এদিন গোঘাট দু নম্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। সবমিলিয়ে চাষিদের অভিযোগ এই রকম একটা দুর্নীতিগ্রস্ত কৃষি দপ্তরের বিরুদ্ধে তদন্ত করা প্রয়োজন। এই বিষয় আরামবাগ মহকুমা কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও ওই দপ্তরের এক আধিকারিক বাবলু কুমার সাঁতরাও কিছু বলেননি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজ কর্ম নিয়ে। তাহলে কি চাষিদের তোলা অভিযোগ সত্যি নাকি মিথ্যা! কোথাও কি দুর্নীতি হয়েছে? এখানে কারা জড়িত? দপ্তরের আমলারা জড়িত কিনা খতিয়ে দেখার দাবি তুলছেন চাষিরা। এখন দেখার প্রশাসন চাষিদের দাবি খতিয়ে দেখে কি পদক্ষেপ নেয়।

সালিশি সভায় যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ, মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফারাক্কা: গ্রাম্য সালিশি সভায় প্রশ্ন করায় শতাধিক মানুষের সামনে যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ। আততায়ীকে থামানোর আগেই একাধিকবার ছুরির কোপ। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সালিশি সভা চলাকালীন সময় আচমকা ওই যুবকের উপর হামলা চালানো হয়েছিল। পরিকল্পিত খুন বলেই দাবি করেছেন অনেকে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানার তোফাপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম অসিকুল শেখ ওরফে টনি (৩৪)। তার বাড়ি ফারাক্কার তোফাপুর দক্ষিণপাড়া। ঘটনার পরেই এলাকা ছাড়ে অভিযুক্ত আব্দুল রাকিব।

দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। ফারাক্কা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামে সালিশি সভা আইন বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও পুলিশকে না জানিয়ে কারা সালিশি সভা ডেকেছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আব্দুল রাকিবের ছেলে গ্রামের একটি মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। মেয়ে পক্ষ গ্রাম্য মোড়লদের কাছে বিচার চায়। গ্রামের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়েই তোফাপুর দক্ষিণপাড়ায় সালিশি সভা ডাকা হয়েছিল। ছেলের বিয়ের পিছনে আব্দুল রাকিবের মদত রয়েছে বলে প্রশ্ন তোলেন মৃত আসিকুল শেখ। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আব্দুল রাকিব। তর্কবিতর্কের মধ্যেই আচমকা নিজের কাছে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে রাকিব। আর যা ঘিরেই ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়। তড়িঘড়ি অসিকুল শেখ ওরফে টনি নামে ওই যুবককে স্থানীয় অর্জুনপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরাক্কা থানার পুলিশ। যদিও ঘটনার পরেই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, অপ্রীতিকর কিছু ঘটনার পরিকল্পনা নিয়েই সঙ্গে ধারালো অস্ত্র নিয়েই সালিশি সভায় এসেছিল আব্দুল রাকিব। ফলে এই খুন পরিকল্পিত বলেই মনে করছেন তাঁরা।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হাবিব পারভেজ বলেন, সামান্য কারণে উত্তেজনা। তাতেই মেজাজ হারিয়ে সবার সামনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। এটা মোটেই কাম্য ছিল না।

অবৈধ পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। রীতিমতো ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্তাদের উপস্থিতিতেই ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুরের অর্ধেক অংশের মাটি তুলে ফেলার ব্যবস্থা করল জেলা প্রশাসন। শুক্রবার সকালে মালদা শহরের দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকার টিয়াকাটি গাড়া পুকুরে মাটি জেসিবি চালিয়ে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রশাসনের এই উদ্যোগকেই সাধুবাদ জানিয়েছে মালদা শহরের পরিবেশ প্রেমীরা।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে 'টিয়াকাটি' এলাকার পুকুরটি কিছুদিন আগে বেআইনিভাবে ভরাটের অভিযোগ ওঠে। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত চলছিল চুপিসারে পুকুর ভরাট। বেশ কয়েক বিঘা পুকুরের অনেকটা অংশ ভরাটও করে ফেলে দুষ্কৃতীরা। এলাকার প্রভাবশালীদের মদতে জলাজমি ভরাট চলছিল বলে অভিযোগ ওঠে। কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ওই জলাজমি ভরাট করে প্রমোটিংয়ের ছক করা হয় বলেও অভিযোগ।

এরপরই খবর পেয়ে নোটিস জারি করে প্রশাসন। অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগে কয়েকজনের নামে নোটিস জারির পাশাপাশি এলাকায় বোর্ড ঝুলিয়ে জলাজমি ভরাট বন্ধের নির্দেশিকা দেয় জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর।

অবশেষে এদিন সকাল থেকে দুর্গাবাড়ি মোড় এলাকার টিয়াকাটি গাড়ার পুকুরে ট্রাক্টর ও জেসিবি নামিয়ে শুরু হয় পুরনো অবস্থায় ফেরানোর কাজ। পুকুরের মাটি তুলে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন।

ইংরেজবাজার ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক রাজর্ষি মান্না জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে জলাজমি এবং পুকুর ভরাটের কাজ কোথাও করতে দেওয়া যাবে না। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী এই বেআইনি পুকুর ভরাটের কাজ এদিন বন্ধ করা হয়েছে। যে পরিমাণ মাটি ফেলে ওই পুকুরটির ভরাট করা হচ্ছিল, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেসিবি দিয়ে সেই মাটি তুলে পুরনো পুকুরের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মালদার আমের পরিচিতি বৃদ্ধি করতে কিউআর কোডের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার সুস্বাদু আমের পরিচয় জানতেই কিউআর কোডের ব্যবস্থা চালু করল উদ্যানপালন দপ্তর। সত্যিই ক্রেতারা মালদার আম কিনে খাচ্ছেন কিনা সেই কিউআর কোডের মাধ্যমে যাচাই করলেই সমস্ত তথ্য উঠে আসবে। এমনকী সেই তথ্যে কোনও চাষির দ্বারা এই আম উৎপাদিত হয়েছে তার নাম পরিচয় এই কিউআর কোডের মাধ্যমে জানতে পারবেন ক্রেতারা। মালদার অর্থকারী ফল সুস্বাদু আমের কেনার ক্ষেত্রে যাতে সাধারণ মানুষ না ঠকেন, সেই ব্যাপারে এই পদ্ধতি চালু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মালদা জেলার আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্মণভোগ, ফজলি, হিমসাগর, আম্রপলি এই ধরনের সুস্বাদু জাতের আমগুলির ওপর কিউআর কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। আমের গায়ে কিউআর কোড থাকবে। সেখানে মোবাইলের মাধ্যমে স্ক্যান করলেই সেই ফল সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসবে। এতে করে মালদার মানুষের কাছে অতি সহজেই মালদা আমের পরিচিতি বাড়বে।

উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মালদা জেলায় প্রায় ৩৪ হাজার হেক্টর জমি জুড়ে আমের চাষ হয়েছে। উৎপাদনের মাত্রা সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টনের বেশিও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লির একটি ফল উৎসবের মালদার আমের স্টল করে সেখানেও বেচাকেনা শুরু হয়েছে। আর তার মধ্যে মালদা আমের পরিচয় জানতেই কিউআর কোডের ব্যবহার চালু করায় অনেকটা সহজ করে দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে।

মালদা জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের পক্ষ থেকে এবছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদার লক্ষ্মণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই তকমা পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউ আর কোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।

মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, উদ্যানপালন দপ্তরের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। মালদার আমের পরিচয় জানতে যে কিউআর কোডের ব্যবহার চালু হয়েছে, তার মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতারা অতি সহজেই সমস্ত কিছু তথ্য জানতে পারবেন। মালদার কোন এলাকায় কোন জাতের আম একজন ক্রেতা কিনছেন তার সমস্ত কিছু তথ্য এই কিউআর কোডই থাকবে। যা অতি সহজে স্ক্যান করলেই সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে কারখানা ব্যবস্থা না নেওয়ার দাবিতে প্রতিবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়ার সাতগ্রাম গেটের কাছে পিচ তৈরির কারখানা থেকে নির্গত দূষণ ও ধূলিকণার কারণে আশপাশের গ্রামের মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন নানান জটিল রোগে। সে কারণেই শুক্রবার কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

সাতগ্রাম ফাটক এলাকার বাসিন্দা ভরত সিং দাবি করেন, 'কয়েক মাস ধরে এই কারখানা থেকে ধুলোবালি বের হওয়া বন্ধ করতে বলা হলেও, তারা আমাদের কথা উপেক্ষা করে এই ধুলো-দূষণের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছেন। তার ফলে আমাদের এলাকার শিশু ও বৃদ্ধরা প্রতিদিনই কোনও না কোনও রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। এই কারখানার দূষণ ও ধুলোবালির কারণে আশপাশের সাতগ্রাম ফাটক, আট নম্বর গ্রাম, নর্থ বুক কোলিয়ারি ও লালবাংলোতেও মানুষ শ্বাসকষ্টে ভুগছেন।

এ বিষয়ে ভরতবাবু বলেন, 'আমরা এ পর্যন্ত তিন থেকে চারবার কারখানায় এসেছি, কিন্তু তারপরও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রণ মেশিনটি বন্ধ করে দিচ্ছে না। এই কারখানায় ব্যালাস, ধুলোবালি এবং অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করে যখন পিচ তৈরি করা হয়, তখন সেই পিচ থেকে খুব দুর্গন্ধ ছড়ায় ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয়দের। এরপর যদি এই কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে নজর না দেয়, তা হলে আগামীতে এখানে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি স্থানীয়দের।

চুঁচুড়ার শ্মশানে শবদেহ দাহর বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ, সংরক্ষণের হিমঘরটিও বিকলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: শবদেহ দাহ করার বৈদ্যুতিক চুল্লি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ হওয়ার ফলে চুঁচুড়ার শ্যামবাবু শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ দাহ করা যাচ্ছে না বলে দাবি। পাশাপাশি মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য শ্মশান ঘাটে থাকা হিমঘরটিও কয়েক মাস ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে বলে দাবি। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শ্মশান যাত্রীদের।

শ্যামবাবুর ঘাটে শবদেহ দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লির পাশাপাশি রয়েছে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য হিমঘর। বাতানুকূল সেই ব্যবস্থায় চারটি মৃতদেহ সংরক্ষণ করা যায়। যে সকল প্রয়াত মানুষদের ছেলেমেয়ে বা নিকট আত্মীয় অন্য রাজ্য বা ভিন দেশে থাকেন, তাঁদের দেহ অনেক সময় কয়েক দিন এখানে সংরক্ষণ করে রাখতেন পরিজনরা। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে চুঁচুড়ার সেই 'পিস হেভেন' খারাপ হয়ে পরে রয়েছে। চুঁচুড়া, চন্দনগর, ভদ্রেশ্বর, বাঁশবেড়িয়ার মতো পুরসভা এলাকা তো বটেই, এমনকি হুগলির বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকেও অনেকে শ্যামবাবুর শ্মশানে আসেন দেহ সংরক্ষণ করার জন্য। কিন্তু চুল্লি ও হিমঘর দুটোই খারাপ হয়ে পড়ে থাকায় অসংখ্য মানুষ ভোগান্তির মুখে পড়ছেন।

সম্প্রতি চন্দননগর হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। তাঁর ছেলে শ্যামবাবুর ঘাটে খোঁজ নিতে আসেন দেহ রাখা যাবে কিনা। মা-বোন সহ গোটা পরিবার বিহারে থাকেন। তাঁদের আসতে একদিন সময় লাগবে, তাই বাবার মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু শ্মশানের হিমঘর খারাপ থাকায় বাধ্য হয়ে বাড়িতেই বরফ দিয়ে দেহ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। এই বেহাল অবস্থা প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, 'যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে শ্মশান ঘাট বন্ধ আছে। পিস হেভেনও বন্ধ। টেন্ডার করা হয়েছে, বড় আকারে কাজ করতে হবে।'

জাতীয় সড়কে লরিতে আগুন, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝে ওভারব্রিজের ওপর বৃহস্পতিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ একটি রডবোঝাই ১২ চাকার লরিতে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল।

এদিন আগুন লেগে যাওয়া ওই লরিটি জাতীয় সড়কের ওভারব্রিজ ধরে পেট্রোল পাম্পের সামনে

ডিভাইডারের ব্যারিকেট ভেঙে তা রাস্তার ধারে আছড়ে পড়ে, আর এরই মাঝে গাড়ির মধ্যে থাকা চালক ও খালাসি গাড়ি ছেড়ে চম্পট দেন। এই ঘটনায় স্থানীয়রা বিষয়টি লক্ষ্য করে পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিলে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল বিভাগে খবর দেয় পুলিশ। দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। দমকলের একটা ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় ২৫ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গিয়েছে, ওই লরিটিতে লোহার রডবোঝাই করে আসানসোল থেকে দুর্গাপুর অভিমুখে যাচ্ছিল। তবে আতঙ্কের বিষয় যেখানে লরিটিতে আগুন ধরে যায় তার ঠিক ১০০ মিটার দূরেই রয়েছে পেট্রোল পাম্প। দমকল বিভাগের এক অফিসার জানান, পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ দমকলকে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তবে চালক খালাসিকে পাওয়া যায়নি, গাড়িতে রডবোঝাই ছিল। সামনের অংশ একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে।

বিজয় উৎসব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আউশগ্রাম বিধানসভা এলাকায় সবথেকে বেশি ভোটে লিড পেয়েছে উক্তা অঞ্চলে। তাই শুক্রবার গোবিন্দপুরে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেন তৃণমূল কর্মীরা। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এলাকার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান, আগামী দিনেও মানুষের পরিষেবা ঠিকঠাক প্রদান করতে হবে।

জানা গিয়েছে, এদিন বিধায়ক ছাড়াও অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অরূপ সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় উক্তা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল হক মল্লিক সহ অনান্যরা। এদিন বিজয় উৎসবের মঞ্চ থেকে দলের বুথ সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছাড়া অঞ্চলের সর্বোচ্চ ভোটের লিড দেওয়া প্রথম তিন স্থানাধিকারী বুথকে পুরস্কৃত করা হয়।

মৎস্যজীবীদের স্বনির্ভরতায় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার মৎস দপ্তরের পক্ষ থেকে আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে জল ধরো জল ভরো প্রকল্পে ১৯ জন মৎস্যচাষিকে ২০ কেজি চুন এবং ১০০০ পিস মাছের চারা অনুদান দেওয়া হয়। মূলত মৎস্যজীবীদের স্বনির্ভর করতেই মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ১ নম্বর বিডিও কামরুল ইসলাম, আউশগ্রাম ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ সাহা সহ অন্যান্যরা।

কর্মখালি

চিনসুরা কলেজ অফ এডুকেশন

জগন্নাথ বাটি, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, হুগলী, পিন-৭১২১০২, Ph. 9330412319

H.O.D এবং Faculties নিয়োগ করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। Education, Mathematics, Science, Social Science, Language, Fine Arts, Health Education বিষয়গুলির জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মাহিনা (Salary) এন.সি.টি.ই (NCTE) নিয়ম অনুযায়ী এবং NET/SET (UGC) উত্তীর্ণ আবশ্যিক।

ইন্টারভিউতে উপস্থিত হতে হবে ০৬/০৭/২০২৪ তারিখে ১১:০০ মিনিটে কলেজ ক্যাম্পাসে।

সভাপতি/সম্পাদক
চিনসুরা কলেজ অফ এডুকেশন

SBI এসবিআই ঠাকুরপুকুর শাখা (০১৩৫৭)
১৯৬এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, প্রেমিসেস নং-৩০৪এ, কলকাতা-৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেল: sbi.01357@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই ঠাকুরপুকুর শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন বিকাল ৪টার আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : মিলন কুমার মন্ডল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৬.০৭.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২৩.৮০০ নিট ওজন ২১.৮০০	১টি ব্যাঙ্গেল সহ ১টি ব্রেসলেট
২.	০৬.০৭.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৮.৯২০ নিট ওজন ৮.১৭০	১টি চেইন
৩.	০৬.০৭.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১০.১৭০ নিট ওজন ৯.০০০	২টি আংটি
৪.	০৬.০৭.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১৪.৮৪০ নিট ওজন ১২.৬০০	৪টি কানের দুল সহ ৩টি আংটি
৫.	০৬.০৭.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১৫.১৬০ নিট ওজন ১২.৮৮০	১টি লকেট সহ ২টি চেইন

তারিখ: ২২.০৬.২০২৪
স্থান: ঠাকুরপুকুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: +৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in
দেখুন: www.gptinfra.in

নোটিশ

এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৯১ সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ১০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ সংস্থান অধীনে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত মতে উপযুক্ত বোনাস শেয়ার প্রাপক সদস্যগণের জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে **বুধবার ৩ জুলাই ২০২৪**।

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বৃহস্পতিবার ২০ জুন ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ১(এক) : ১ (এক) সমানুপাতে বোনাস ইক্যুইটি শেয়ার অনুমোদন করেছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত আরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি - এ৫১৫৯০)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১.০৬.২০২৪

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০২.০৪.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **গোপাল ক্লথ স্টোর, স্বত্বাধিকারী - শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া, ঠিকানা** - মধুমিতা অ্যাপার্টমেন্ট, জি/১, জিলা স্কুলের বিপরীতে, মৌজা - নডিহা, পুরুলিয়া - ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ **এবং জামিনদাতা - শ্রীমতি মধু দেবী সুলতানিয়া** স্বামী শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া **ঠিকানা** - মধুমিতা অ্যাপার্টমেন্ট, জি/১, জিলা স্কুলের বিপরীতে, মৌজা - নডিহা, পুরুলিয়া - ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ **এবং শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া এবং শ্রীমতি মধু দেবী সুলতানিয়া হাউস বিল্ডিং লোন** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৬,২৭,৯১৪.১৬ টাকা (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার নশো চোদ্দ টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ০৩.০৪.২০২৪ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ জুন ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩৬,২৭,৯১৪.১৬ টাকা (ছত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার নশো চোদ্দ টাকা এবং ষোলো পয়সা) টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ০৩.০৪.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী অরুণ কুমার সুলতানিয়া এবং শ্রীমতি মধু দেবী সুলতানিয়া, দলিল নং ১-১৮০৬/২০১৩ অধীন।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং জি-০১, একতলায় মধুমিতা অ্যাপার্টমেন্টে পরিমাণ এরিয়া ৭৪১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) অবস্থিত মৌজা : নডিহা, জেএল নং ২৯১/৩, পুর ওয়ার্ড নং ৬, হীরালাল বোস স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ১৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৭০৯, আরএস প্লট নং ৯৭০, পুরুলিয়া : ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর পুরুলিয়া নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ১০৩১ থেকে ১০৬৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ভানুমতি বিশ্বাসের ভবন, দক্ষিণে : সুনীতি গাঙ্গুলি এবং অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : বংশীধর সরকারের ভবন, পশ্চিমে : হীরালাল বোস স্ট্রিট বা রাস্তা/সড়ক।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.০৬.২০২৪
স্থান - পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান
বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
নিউ দিল্লিতে জমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিযুক্ত রেজিস্টার্ড অফিস কলকাতা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ- এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U70200WB2018PTC228606
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ইউনিট নং ৭০৯, ৮ম তল মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **বুক অফ অ্যাকাউন্টস :** ট্রিনিটি টাওয়ার, ৫ম তল, রুম নং ৬, ৮৩ তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত কলকাতা - ৭০০০৪৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	জমি পরিমাপ ৯.২৬২৫ একর অবস্থিত গ্রাম - টিগরা, ঘাটা এবং নাঙ্গলি উমরপুর তহশিল এবং জেলা গুরগাঁও, হরিয়ানা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ সার্ভিস-এর মূল্য এবং পরিমাণ	গত নিরীক্ষত আর্থিক বর্ষ ২০২২-২৩ অনুযায়ী পরিমাণ - নেই কার্যাদি থেকে রাজস্ব - আইএনআর ১,৫৯,৪০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৭ জুলাই ২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৯ জুলাই ২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪ জুলাই ২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৫ জুলাই ২০২৪
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬ জুলাই ২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬ আগস্ট ২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.varutha@gmail.com

দ্রষ্টব্য : ০৬.০৪.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ফর্ম জি অনুযায়ী ২৯.০৪.২০২৪ তারিখে জারি করা পিআরএ-এর চূড়ান্ত তালিকার একটি অংশ গঠনকারী পিআরএগুলিকেও প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য তাদের ইওআইগুলি পুনরায় জমা দিতে হবে যেমন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে ০৬.০৪.২০২৪ তারিখের আগের ফর্ম-জি যা বাতিল করা হয়েছে।

অনিল কুমার মিত্তাল
প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
আইবিবিআই রেজি ঠিকানা - ৫/৯৯, সেক্টর - ২, রাজেন্দর নগরসাহিবাবাদ, জেলা - গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২০১০০৫
যোগাযোগের ঠিকানা - ৭০১, ৮ম তল, টাওয়ার - সি, ইউনিটেক বিজনেস জোন, দ্য ক্লোজ সাউথ, সেক্টর ৫০, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা ১২২০১৮
cirp.varutha@gmail.com

তারিখ : ২২.০৬.২০২৪
স্থান : গুরুগ্রাম

বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
এএফএ নম্বর : AA2/12263/02/130924/202855| বৈধ ১৩.০৯.২০২৪ পর্যন্ত

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১	**শ্রী নির্ঝর গাঙ্গুলি** (বন্ধকদাতা প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলির আইনি উত্তরাধিকারী/ঋণগ্রহীতা) **এবং শ্রীমতি চায়না গাঙ্গুলি** (বন্ধকদাতা প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলির আইনি উত্তরাধিকারী/সহ -ঋণগ্রহীতা) **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪। **শাখা : বড়িশা শাখা**	০৩.০৫.২০১৯ এবং ২০.০৬.২০২৪	**১৭,১৪,৭৩৫.০০ টাকা (সতের লাখ চোদ্দ হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা** ৩০.০৪.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ প্রযোজ্য মতে।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৯ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), দ্য নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, জেএল নং ২২, মৌজা :কালুয়া,আরএস নং ৩৩৬, আরএস দাগ নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৬, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলির নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সৌগত রায়ের ভবন, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : খালি জমি।

তারিখ- ২০.০৬.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ডিভিসির ছাই পুকুরের জলে জমির ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষুব্ধদের পাশে বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্টের জন্য রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামের সামনে ছাইপুকুর তৈরি করে পাম্প হাউস তৈরি করেছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ওই ছাই পুকুরের জল দীর্ঘদিন ধরে পাবড়া গ্রামের কিছু চাষিদের চাষের জমিতে প্রবেশ করায় চাষবাস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকবার পাম্প হাউস ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বার বার তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পরেও কাজ হয়নি বলে দাবি। এবার আন্দোলনকারীরা পাবড়া জমি ক্ষতিগ্রস্ত কমিটি গঠন করে ওই ব্যানারে শুক্রবার সকাল থেকে ফের আন্দোলন শুরু করেছেন।

আন্দোলনকারীরা পাবড়া গ্রামের অদূরে পাম্প হাউস বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। খবর পেয়ে এদিনের ওই আন্দোলনকারীদের কাছে যান

এলাকার তথা পারা বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরি। তিনি আন্দোলনকারীদের দাবি নায্য সম্মত বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

এদিন সকাল থেকেই ডিভিসির রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার পাম্প হাউসের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। পাবড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা আন্দোলনকারীদের মধ্যে সত্যজিৎ গরাঁই, চায়না গরাঁই, সোনালি গরাঁইরা দাবি করেন, 'এর আগে আমরা একাধিকবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কাছে আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছিলাম। প্রতিবারেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এবার আমরা পাবড়া জমি ক্ষতিগ্রস্ত কমিটি গঠন করে ওই ব্যানারে আন্দোলন শুরু করেছি। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

আন্দোলনকারীরা মূলত চারটি দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। তাদের সেই দাবিগুলো হল, জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রত্যেক চাষিদেরকে একটি করে স্থায়ী কাজে নিযুক্ত করতে হবে। বিগত ২০১৬ সাল থেকে জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বন্ধ থাকা জমিহারাদের অবিলম্বে স্থায়ী কাজে নিযুক্ত করতে হবে। ছাই বাঁধের ছাই উড়ে গ্রামের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যাতে ছাই ওড়া বন্ধ হয় তার বিকল্প ব্যবস্থা ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

ছাগলবোঝাই পিকআপ ভ্যান উলটে মৃত ৫, আহত ৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ায় ছাগলবোঝাই পিকআপ ভ্যান গাড়ি উলটে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ জনের। আহত ৭ জন। মৃতরা হলেন ঝাড়খণ্ডের সিজুয়া এলাকার বাসিন্দা ভগীরথ গরাঁই (৪২), এছাড়া পুরুলিয়ার জয়পুর থানা এলাকার বাসিন্দা সুধীর গরাঁই (৭১), দুঃখহরণ গরাঁই (৬৫), পাতু গরাঁই (৩৮) ও অনাদি গরাঁই (৬৩)। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার অন্তর্গত রাঁচি - জামশেদপুর ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর আইমনডি মোড়ের অদূরে।

জানা যায়, এদিন পুরুলিয়ার জয়পুর থানার চৈতন্ডি গ্রাম থেকে একটি পিকআপ ভ্যানে ছাগল বোঝাই করে প্রায় ১৮ জন ছাগল ব্যবসায়ী পুরুলিয়া শহরের দিকে আসছিলেন। মাঝপথে আইমনডি মোড়ের অদূরে পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানটি উলটে যায়।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ সকলকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ৮ জনকে গুরুতর অবস্থায় ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুরুতর আহতদের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের সিজুয়ার বাসিন্দা ভগীরথ গরাঁইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাঁচির একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা। তাঁকে রাঁচি নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হলে ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় ৫ জন আর আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ জন। এছাড়াও বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বীরভূম যোগা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিউড়ি সিধু কানু মঞ্চে উদযাপিত হল যোগ দিবস।

যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল বিশ্ব সংগীত দিবস। সিউড়ি ডিআরডিসি হলে সাংস্কৃতিক কর্মী অলকা গাঙ্গুলির উদ্যোগে বিশ্ব সংগীত দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সিউড়ি শহরের ১৫ টি সাংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।

লোকসভায় জিতে মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে কাঁকসায় মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় হয়েছে তৃণমূলের জয়জয়কার। গত লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ ঝাঁ। এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে শুক্রবার কাঁকসার হাটতলা থেকে মিছিল করলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা অঞ্চলের শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। এদিন মিছিল কাঁকসা হাটতলা থেকে শুরু হয়ে কাঁকসার মোল্লাপাড়া, রথতলা, মাস্টারপাড়া ঘুরে হাটতলায় শেষ হয়। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে ধন্যবাদ জানান তৃণমূল কর্মীরা।

জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এদিনের মিছিল থেকে যারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে, আর যারা তৃণমূলকে ভোট দেয়নি তাদের কাছে আবেদন

রাখা হয়েছে আগামী দিনে ভোট দেওয়ার সময় তারা যেন একটু চিন্তা ভাবনা করেই ভোট দেয়। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছেন, তা অন্য কোনও রাজ্যে দেখা যাবে না সেটা তারাও ভালো করে জানেন। তাই আগামী দিনে যাতে তারাও তৃণমূলের পাশে থাকে সেই আবেদন জানানো হয়।

তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যে সমস্ত কর্মীরা ভোটের সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁদের আবেগ তাঁরা বিজয় মিছিলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বিরোধীরা অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু কাঁকসা সহ রাজ্যের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই শেষ কথা।

বিশ্ব যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাজুড়েও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। শুক্রবার বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ মাঠে মর্নিং ওয়াক গ্রুপের উদ্যোগে 'বিশ্ব যোগ দিবস' পালনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা।

উল্লেখ্য, 'যোগ সারায় রোগ' প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রবাদ বহুল প্রচলিত। এদেশের মুনি-ঋষিরা নিয়মিত যোগব্যায়াম করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাভ্যাসে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ ও শক্তিশালী থাকে। আর ঠিক সে কারণেই এখনও যোগ ব্যায়ামকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষক কৌশিক লায়েক জানান, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে গেলে নিয়মিত যোগাভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা সময় এই কাজে ব্যয় করলে অনেক রোগ থেকেও দূরে থাকা সম্ভব বলে তিনি জানান।

এদিন যোগ দিবসে অংশগ্রহণকারী সঞ্জীব সরকার, যে কোনও ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে নিয়মিত যোগাভ্যাস। মর্নিং ওয়ার্ক গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে খ্রিষ্টান কলেজ মাঠে যোগাভ্যাস করানো হয়। আর তার সুফলও অনেকে পাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: বিয়ে দেওয়ার নাম করে ডেকে এক তরুণকে খুনের অভিযোগ উঠল মেয়ের জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া জয়পুর থানা এলাকার রঞ্জাবাদ গ্রামে। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার রঞ্জাবাড় গ্রামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। নিজের নাম কৌশিক রায়। বয়স ২৫। জানা গিয়েছে, রাঙ্গ স্তার পাশে গাছের ধারে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খ বর দেয় এলাকার বাসিন্দারা। সে গত তিনদিন ধরে নিকট ছিল বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ নিখোঁজ থাকার পরেও পুলিশ ওই যুবকের খোঁজে কোনও তল্লাশি করেনি। এদিন পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় এলাকার লোকজন। অন্যদিকে মৃত কৌশিকের পরিবারের অভিযোগ বছর খানিক ধরে কৌশিকের সঙ্গে রাজাপুর থানা এলাকার এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের দুই পরিবারের মধ্যেও যাতায়াত ছিল। হঠাৎ করেই ওই যুবতীর জামাইবাবু তাদের বিয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং কৌশিককে খুনের হুমকি দেয়। যদিও মোটামুটি ঠিক হয়েছিল ১৮ জুন তাদের মন্দিরে বিয়ে হবে। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ কৌশিককে যুবতী জামাইবাবু ফোন ডাকে এবং তারপর থেকেই সে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং শুক্রবার সকালে তার দেহ উদ্ধার হয়। কৌশিককে পরিকল্পিতভাবে ওই তরুণী এবং তার জামাইবাবু খুন করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে জয়পুর থানায়। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুব্ধ মণ্ডল সভাপতির বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন জেলা সভাপতি ও প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ক্ষোভ মেটাতে ক্ষুব্ধ মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে গিয়ে দেখা করে একসঙ্গে এলাকায় প্রচার শুরু করলেন বিজেপির জেলার সভাপতি এবং বিজেপি প্রার্থী। আগামী ১০ তারিখ বাগদার উপনির্বাচন। বাগদায় বিজেপির প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় বিনয় বিশ্বাসের। এরপরে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে বাগদার বিজেপি নেতা কর্মীদের একাংশ। বাগদার ভূমিপুত্র হিসেবে প্রার্থী চেয়েছিলেন তারা। দাবি না মানায় দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তারা। এরপর বাগদা দুই নম্বর মণ্ডল সভাপতি সমীর বিশ্বাস বিজেপির বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের কাছে ইস্তফা দেন। যদিও সেই ইস্তফা গ্রহণ করা হয়নি। শুক্রবার বাগদার বিজেপি প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা সমীরের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। এদিন মণ্ডল সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকা থেকেই প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস। এই নিয়ে দেবদাস মণ্ডল বলেন, মান অভিমান ছিল। সে সব কিছু মিটে গিয়েছে। সমীর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছিল কিন্তু সেটা গ্রহণ করা হয়নি। সমীর বিশ্বাস এখনও বাগদা ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি আছে। আমরা এক সঙ্গেই আছি এবং একই সঙ্গে এই উপনির্বাচনে লড়াই করব। অন্যদিকে এ নিয়ে সমীর বিশ্বাস বলেন যে ক্ষোভ ছিল সেটা মিটে গিয়েছে। জেলা সভাপতির কাছে ইস্তফা দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি সেটা গ্রহণ করেননি। আমি এখনও বাগদার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি আছি। দলেই ছিলাম দলের বাইরে কোনদিনও যাব না।

রানিগঞ্জের শিল্পপতির বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: চণ্ডী কেডিয়ার নামে এক শিল্পপতির বাড়িতে শুক্রবার সকাল থেকেই চলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিশেষ অভিযান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুক্রবার ভোর ৫৩০ নাগাদ চারটি গাড়ি করে সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ইডির এই বিশেষ অভিযান চলছে। এদিন তারা চার সদস্যের টিম নিয়ে ভোর পাঁচটা থেকে চালাচ্ছে এই বিশেষ অভিযান বলেই প্রাথমিক আনুমান।

জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জের শিশুবাগান মোড় সংলগ্ন এনএসবি রোড যা বর্তমানে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়েছে, সেই জাতীয় সড়কের পাশে নীলকণ্ঠ গলিতে এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানা দেয়।

এই টিমে এক মহিলা সদস্যও রয়েছেন। এই ব্যবসায়ী সম্পর্কে যেটুকু জানা গিয়েছে, এই চণ্ডী কেডিয়ার পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকায় কয়েকটি ফ্যাক্টরি রয়েছে। এমনকি বাইরেও রয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটি কলকারখানা। এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের লখনউতে কোনও হেরাফেরি করার জন্যই নাকি চলছে এই ইডি অভিযান। যদিও এ বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। বাইরে থাকা বেশ কয়েকজন গাড়ির চালক জানিয়েছেন, তাঁরা কলকাতার ইডি দপ্তর থেকে এসেছেন, সঙ্গে এসেছে সিআরপিএফ।

মোবাইল ও সাইবার প্রতারণার টাকা উদ্ধার ও ফেরত পাণ্ডবেশ্বর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও সাইবার প্রতারণার টাকা উদ্ধার করে ফেরত দিল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। শুক্রবার ফিরে পাওয়া প্রকল্পে উদ্ধার হওয়া টাকা ও মোবাইল ফেরত দিতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেলে অনুষ্ঠানটি হয় পাণ্ডবেশ্বর থানার সংলগ্ন একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি রাহুল মণ্ডল, ডিসি অভিষেক গুপ্তা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে ৩ টি মোবাইলের পাশাপাশি ফেরত দেওয়া হয় সাইবার প্রতারণার শিকার হওয়া ১৫ জন ব্যক্তিকে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩২ টাকার চেক। সাম্প্রতিককালে পাণ্ডবেশ্বর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে এইসব মোবাইলগুলি হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে টাকা গায়েব হয় বেশ কয়েকজনের। অনেকেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত নেমে পুলিশ ৩৫টি মোবাইল ও সাইবার প্রতারণার ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩২ টাকা উদ্ধার করে। এদিনের ফিরে পাওয়া অনুষ্ঠানে সেগুলি আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কলেজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চাষের কাজ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পানীয় জল পান করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার খড়গপুর গ্রামে। মৃত কলেজ ছাত্রের নাম আবু কালাম মল্লিক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতুলপুর থানার খড়গপুর গ্রামের কলেজ ছাত্র আবু কালাম মল্লিক গ্রাম লাগোয়া জমিতে চাষের কাজ করছিলেন। চাষের কাজের সময় ক্লান্ত হয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎচালিত একটি গভীর নলকূপে জল খেতে যান ওই যুবক। সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই যুবক। স্থানীয়রা যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপর পুলিশ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ওই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

লরি ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: চালবোঝাই লরি ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন লরির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মেমারি তারকেশ্বর রোডের পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের চৌবেড়িয়া ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে চালবোঝাই লরির ভিতরে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় জামালপুর থানার পুলিশ। ওই চালকের নাম সুকুমার মালিক, শক্তিগড় এলাকার বাসিন্দা। জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই চালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামালপুরে চালবোঝাই করে লরিটি বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় চৌবেড়িয়া সংলগ্ন এলাকায় মেমারির দিক থেকে আসা একটি খালি ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় চালবোঝাই লরিচালক আটকে পড়েন। অপর দিক থেকে আসা ডাম্পারের চালক দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। ক্রেনের সাহায্যে গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় জামালপুর থানার পুলিশ।

যোগ ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপ এ/৬৬ ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ ক্যাম্পের উদ্যোগে অযোধ্যা পাহাড়ের জাদুগোড়া বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গন ময়দানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয় যোগব্যায়ামের মাধ্যমে। শিশু পড়ুয়াদের নিয়ে যোগব্যায়ামে সামিল হন সিআরপিএফ এর আধিকারিক সহ জওয়ানরা। এদিন শিশুদের যোগব্যায়ামের নানা সুফল জানানো হয়েছে এ/৬৬ ব্যাটালিয়নের তরফে। কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে উপস্থিত সকলকে প্রতিদিন যোগ অভ্যাস করার পরামর্শ দেন যোগা মাস্টার তথা এ/৬৬ ব্যাটালিয়ন এর এএসআই জ্যোতিষ দাস। এদিন বিভিন্ন যোগ ব্যায়াম করে বিশ্ব যোগা দিবস পালন করা হয় সেখানে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এ/৬৬ ব্যাটালিয়ন এর কমান্ডার রবিন চন্দ্র মান্ডি সহ অন্যান্য আধিকারিক ও সিআরপিএফ সেনা-কর্মীরা।

মেদিনীপুরের ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদে নিট-নেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুক্রবার মেদিনীপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল এন্ট্রান্স রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এনটিএ চেয়ারম্যান এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। মেদিনীপুর কলেজের সামনে এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

হুগলির তরুণ পরিচালকের প্রথম ছবি দর্শকদের চমক দেবে

বনস্পতি দে ● হুগলি

বাংলা সিনেমাকে আবার উজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসলেন উত্তরপাড়ার তরুণ পরিচালক সুদীপ্ত লাহা। তিনি সঙ্গে পেয়ে গেলেন তার সতীর্থ দাদা শ্রীরামপুরের অভিজিৎ নন্দীকে, যিনি প্রযোজনার দায়িত্বে আছেন। যথারীতি পরিকল্পনা এবং বাস্তবে বানিয়ে ফেললেন একটি সিনেমা। সেই সিনেমার নতুনত্ব হল, ছবিতে নেই কোনও গান, নেই কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, অনেকটা আর্ট ফিল্মের মতো। এই সিনেমার টাইটেল কারণ গ্রিস আমাদের দেশ না অথবা ব্লু ব্ল্যাক ও ট্রান্সপারেন্ট হোয়াইট একটি সিনেমা। এই সিনেমাতে যেটা কাহিনী অনিন্দ্য সেনগুপ্ত একজন

অসংবেদনশীল হতাশাগ্রস্থ চিত্র পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তাঁর দিদির বাড়িতে সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে এক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় পেন্টারের শিল্প নিয়ে চিন্তা এবং সংশয় পরিচালকের মনের ওপর প্রভাব ফেলে। দিদির ভূমিকায় এখানে তনুশ্রী চক্রবর্তী পেন্টারের ভূমিকায়, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় অনিন্দ্য, সিনেমার নায়ক গৌরব চট্টোপাধ্যায় নায়িকা রাজেশ্বরী পাল।

এছাড়াও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন পার্থসারথি ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় সুদীপ্ত লাহা, তাঁর প্রথম সিনেমা এটি। তিনি জীবনের শুরুতেই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সিনেমা যদি করা যায়, তাই বাস্তব রূপ দিয়ে দিলেন। তরুণ পরিচালকের বক্তব্য, 'আমার মনে হয় শুধুমাত্র গল্প নয় মানুষকে আকর্ষণ করে এথিক্যাল ও মরাল ডিলেমার মধ্যে দিয়ে যাওয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের কন্ডিশন সিচুয়েশন এবং পারিবারিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সিনেমাটা কতটা ভালো সেটার থেকেও আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পূর্ণ ম্যানিপুলেশন বর্জিত সিনেমা বানানো তাই সিনেমায় কোনও রকম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করা হয়নি। বেশিরভাগ দৃশ্যের মাঝে কোনও কাটিং নেই এবং ক্লোজ শটের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। প্রযোজক অভিজিৎ নন্দী জানালেন, 'আমার বাবার খুব আশা ছিল সিনেমা তৈরি করার। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বাবার আশা আমি পূর্ণ করতে চেয়েছি। তাই এগিয়ে আসলাম।' জানা গেল এই ছবিটি এই বছরের শেষে মুক্তি পাওয়ার কথা।

৩১ মাস পর বিধানসভায় পা রাখলেন চন্দ্রবাবু

তেলঙ্গানা, ২১ জুন: ৩১ মাস পর রাজ্য বিধানসভায় পা রাখলেন চন্দ্রবাবু নাইডু। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শুক্রবার প্রথম বিধানসভায় গেলেন তিনি। তাঁর পরিবারকে অপমান করার অভিযোগ তুলে বিধানসভা ত্যাগ করেছিলেন চন্দ্রবাবু। কথা দিয়েছিলেন, যে দিন আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সে দিন এই ভবনে ফিরবেন। সেই কথা রাখলেন তেলুগু দেশম পার্টির (টিডিপি) প্রধান।

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে বিধানসভা অধিবেশনে চলাকালীন তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের শাসক দল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিধায়কদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রবাবু। অভিযোগ মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা চলাকালীন জগন্মোহন রেড্ডির দলের বিধায়কেরা চন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করেন। সেই অভিযোগ তুলে বিধানসভা ত্যাগ করেন চন্দ্রবাবু।

বিধানসভা ত্যাগের সময় চন্দ্রবাবু ঘোষণা করেছিলেন, 'এর পর আমি আর কোনও অধিবেশনে যোগ দেব না। আবার যখন মুখ্যমন্ত্রী হব, তখন বিধানসভায় পা রাখব।' টিডিপি সে সময় দাবি করেছিল, কাঁদতে কাঁদতে অপমানিত হয়ে বিধানসভা ছেড়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

২০১৯ সালে বিধানসভা নির্বাচনে চন্দ্রবাবুর সরকারকে সরিয়ে অন্ধ্রের মসনদে বসেছিলেন জগন্মোহন। তবে পাঁচ বছর পর আবার পালাবদল হয় অন্ধ্রে। বিজেপি এবং জনসেনা পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৪ সালের বিধানসভা ভোটে লড়ে টিডিপি। সেই নির্বাচনে বড় জয় পান চন্দ্রবাবু। ১৭৫ আসনের অন্ধ্র বিধানসভায় ১৩৫টি আসনই জেতে টিডিপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন চন্দ্রবাবু।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুক্রবার বিধানসভায় গেলেন চন্দ্রবাবু। তাঁকে স্বাগত জানালেন তাঁর দলের বিধায়ক এবং জোটসঙ্গীরা। ৩১ মাস পরে বিধানসভায় পা রেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন চন্দ্রবাবু।

হজে গিয়ে ৯৮ ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে 'স্বাভাবিক ভাবেই'

জানাল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: হজে গিয়ে সৌদি আরবে এ বছর মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জন ভারতীয়ের এবং এঁরা সকলেই মারা গিয়েছেন 'স্বাভাবিক ভাবে'। শুক্রবার তেমনটাই জানাল বিদেশ মন্ত্রক। উল্লেখ্য, প্রবল গরম আর তাপপ্রবাহের কারণে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত ১০ দেশের মোট ১০৮১ জন বাসিন্দা হজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর। তার মধ্যেই ভারত জানাল, হজ করতে গিয়ে 'স্বাভাবিক ভাবে' মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জন ভারতীয়ের।

বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে বলেছে, 'প্রতি বছর অনেক ভারতীয় হজে যান। এ বছর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতীয় হজের জন্য সৌদি আরবে গিয়েছেন। মূল হজের সময় ৯ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত ৯৮ জন ভারতীয় হজযাত্রী মারা গিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, মূলত অসুস্থতা এবং বার্ধক্যের জন্য।' একই সঙ্গে কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারত থেকে যাঁরা হজ করতে সৌদি আরব গিয়েছেন, তাঁদের সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সরকার।

ইসলামি ক্যালেন্ডার মেনে গত শুক্রবার হজযাত্রার সূচনার কথা ঘোষণা করেছে সৌদি আরব সরকারের হজ এবং উমরা মন্ত্রক। তার পর থেকেই সৌদি আরবে হজযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, সৌদি আরবে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। ফলে ভিড় এবং গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যাও হাজার পেরিয়েছে।

সৌদি সরকারের দেওয়া তালিকা বলছে, গরমজনিত অসুস্থতার কারণে মৃত হজযাত্রীদের বেশিরভাগই মিশরের নাগরিক। এ ছাড়া পশ্চিম এশিয়ার দেশ জর্ডনেরও বহু নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে হজযাত্রায় গিয়ে। মক্কার অদূরে আল-মুয়াইসেম এলাকার মর্গে মৃত হজযাত্রীদের দেহ রাখার ব্যবস্থা করেছে রিয়াধ প্রশাসন।

প্রচন্ড গরমে দেশে মৃত্যু হয়েছে ১৪৩ জনের

প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: রেকর্ড ভাঙা গরমে পুড়ছে দেশ। কিছু কিছু জায়গায় স্বস্তির বৃষ্টি নামলেও দেশের বেশিরভাগ জায়গা এখনও জ্বলছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গত ১ মার্চ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত লু'র জেরে মৃত্যু হয়েছে ১৪৩ জনের। পাশাপাশি ৪১ হাজার ৭৮৯ জন তাপপ্রবাহের জেরে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও তাপপ্রবাহের জেরে মৃতের আসল সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি বলেই অনুমান বিশেষজ্ঞদের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য থেকে দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে গত কয়েক মাসে দেশে মৃত্যু হয়েছে ১৪৩ জনের। একইসঙ্গে জানানো হয়, শুধুমাত্র গরমের কারণে হওয়া অসুখ ও মৃত্যুর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই রিপোর্টে। যেখানে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ২০ জুন গরমের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। এর পাশাপাশি মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত যেখানে মৃতের সংখ্যা ছিল ১১৪, সেটাই ২০ জুন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ১৪৩তে। রাজ্য ভিত্তিক মৃত্যু তালিকায় সবার উপরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। এখানে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি (২১)। এর পর রয়েছে বিহার (১৭) ও রাজস্থান (১৭)। পাশাপাশি আরও জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের ভয়াবহ গরমে হিট স্ট্রোকের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত এই কয়েক মাসে ৪১ হাজার ৭৮৯ জন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ভয়ংকর গরমে পুড়ছে উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। যার জেরে বাড়ছে হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যাও। এর পরিস্থিতিতে, সমস্ত হাসপাতালগুলিকে কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের জন্য বিশেষ ইউনিট খোলার। গত বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত হাসপাতালে 'স্পেশাল লু ইউনিট' চালু করার। পাশাপাশি তাঁদের চিকিৎসার যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

রত্নভাণ্ডার নিয়ে এএসআইয়ের দাবি ওড়াল ওডিশা প্রশাসন

ভুবনেশ্বর, ২১ জুন: রথযাত্রার পরই ৮ জুলাই খুলে যাবে পুরীর রত্নভাণ্ডারের দরজা। বুধবারই এমন দাবি করেছিলেন এএসআইয়ের পুরী সার্কেলের এক শীর্ষ আধিকারিক। কিন্তু ওডিশা সরকার জানিয়ে দিল, জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে এমন কোনও প্রস্তাব এখনও প্রশাসনের কাছে আসেইনি।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সেরাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছেন, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি মন্দিরের ছত্তিশা নিযোগ অথবা ওডিশা সরকার। তবে যদি ভবিষ্যতে এমন কোনও প্রস্তাব আসে পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ভোটের আগে পুরীর রত্নমন্দিরের দরজা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দিরের গোপন কক্ষে সাতটি ঘর আছে। সেই ঘরগুলিই হল রত্নভাণ্ডার। এই রত্নভাণ্ডারটি দ্বাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। মন্দিরের রত্নভাণ্ডার শেষবার খোলা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। রথের পর ফের রত্নভাণ্ডার খোলা হলে প্রায় সাড়ে চার দশক পর ওই দরজা খুলবে। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেছিলেন, পুরীর রত্নভাণ্ডারের চাবিই নাকি হারিয়ে ফেলেছে নবীন পট্টনায়েক সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রত্নভাণ্ডার খোলা হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশে হলফনামায় মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, মন্দিরে ১৫০ কেজি সোনার পাশাপাশি রয়েছে ১৮৪ কেজি রুপো। সাতের দশকের শেষেই যাবতীয় যাবতীয় অলঙ্কার গোনা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে শেষবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের খতিয়ান নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে জগন্নাথদেবের মাথার রত্নচিতা ভেঙে যায়। সেই সময় শেষ রত্নভাণ্ডার খুলে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ সোনা নেওয়া হয়েছিল। তার পর আর রত্নভাণ্ডার খোলার দরকার হয়নি।

নেট প্রশ্নপত্র ফাঁসে তদন্ত শুরু করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: ডার্ক ওয়েবে ফাঁস হয়েছে ইউজিসি নেটের প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সেই অভিযোগ মেনে নেওয়ার পরই এ নিয়ে মামলা দায়ের করল সিবিআই। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের নামে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

নিট নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড়ের মাঝেই বুধবার ইউজিসি-নেট বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। অস্বচ্ছতার কারণ দেখিয়ে এই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। গত মঙ্গলবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ইউজিসি-নেট পরীক্ষা নেয়। প্রায় ৯ লক্ষের উপর পরীক্ষার্থী তাতে অংশ নেন। একদিন পর বুধবারই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম থ্রেট অ্যানালিসিস ইউনিটের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে গরমিলের অভিযোগ এসেছে। আর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পরীক্ষায় বেনিয়ম হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিজেই স্বীকার করেন, এনটিএ'র পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিতে গলদ ছিল। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল ডার্ক ওয়েবে। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'পরীক্ষার পরের দিন বিকেল ৩টে নাগাদ আমরা জানতে পারি, ডার্ক নেটে পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা যায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে সেটা হুবহু মিলে গিয়েছে। এর পরই আমরা পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টেলিগ্রামের মতো অ্যাপগুলির উপর নজরদারি চালানো কঠিন। প্রশ্নফাঁসে সেই ধরনের অ্যাপই ব্যবহৃত হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা আপস করব না।'

উত্তর কোরিয়া সফর শেষে বন্ধু কিমকে বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দিলেন পুতিন

পিয়ংইয়ং, ২১ জুন: উত্তর কোরিয়ার সফর শেষে ভিয়েতনামে গিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেখানে গিয়েও নাম না করে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকাকে নিশানা করেছেন তিনি। কার্যত হুঁশিয়ারির দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনকে হাতিয়ার দিলে উত্তর কোরিয়াকে অস্ত্র পাঠাবে রাশিয়া। আমেরিকাকে চাপে ফেলতে আরও শক্তিশালীভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে মস্কো ও পিয়ংইয়ং। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, উত্তর কোরিয়ায় গিয়ে কিমকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলেন পুতিন। পড়ে সেই গাড়ি তিনি 'বন্ধু' কিমকে উপহার হিসাবে দিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার উত্তর কোরিয়ায় পা রাখেন পুতিন। বুধবার তিনি বৈঠক করেন সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উনের সঙ্গে। দীর্ঘ আলোচনার পর সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন দু'জনে। রাশিয়া কিংবা উত্তর কোরিয়া। অন্য দেশ আক্রমণ শানালেই একে অপরের পাশে দাঁড়াবেন পুতিন ও কিম। নাম না করলেও যে দু'জনের ইঙ্গিত আমেরিকার দিকেই তা স্পষ্ট। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধে কিয়েভের পাশে রয়েছে আমেরিকা। আবার কিমের দেশের সঙ্গেও 'শত্রুতা'র অন্ত নেই ওয়াশিংটনের। বৃহস্পতিবার এই চুক্তি নিয়েই প্রশ্ন করা হয় পুতিনকে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট জানান, পশ্চিমি দুনিয়া যদি ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে তাহলে রাশিয়াও উত্তর কোরিয়াকে হাতিয়ার দেবে। চুক্তি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, আমি আগে বলেছিলাম, উত্তর কোরিয়া-সহ বিশ্বের যে কোনও জায়গায় অস্ত্র সরবরাহ করার অধিকার রয়েছে আমাদের। এক্ষেত্রেও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তিগুলোকেও বিবেচনা করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকা বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন পুতিন।

বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া যে অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছে তা পুতিনের উত্তর কোরিয়া সফর থেকে স্পষ্ট। কারণ দু'বছর ধরে চলা যুদ্ধে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে রুশ ফৌজের। পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞার জেরে অস্ত্র উৎপাদনেও ব্যাঘাত ঘটছে। যার জেরে মস্কোকে কার্যত হাত পাততে হচ্ছে পিয়ংইয়ংয়ের কাছে।

কনিষ্ক বিমান জঙ্গি হামলা স্মরণ করে ট্রুডো প্রশাসনকে খোঁচা সাংসদ চন্দ্র আর্যর

ওটায়া, ২১ জুন: খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকীতে সংসদে নীরবতা পালন করে ট্রুডো সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে কানাডার খলিস্তান প্রেম। এই পরিস্থিতিতেই ট্রুডো সরকারকে আয়না দেখালেন কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ চন্দ্র আর্য। সংসদ কক্ষে দাঁড়িয়েই ১৯৮৫ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার কণিষ্ক বিমানে জঙ্গি হামলা স্মরণ করালেন তিনি। খলিস্তান জঙ্গিদের সেই হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ৩২৯ জনের যাঁদের অধিকাংশই কানাডার বাসিন্দা। একইসঙ্গে জানালেন, 'কানাডার মাটিতে ফের সেই অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকীতে কানাডার সংসদে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সেই ঘটনা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার সংসদে ট্রুডো সরকারকে বিঁধে কণিষ্ক হামলা স্মরণ করান চন্দ্র আর্য। স্পিকার গ্রেগ ফোগর্সকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, মিস্টার স্পিকার, আগামী ২৩ জুন ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হোক সংসদে। ৩৯ বছর আগে এই দিনে খলিস্তানি জঙ্গিরা বোমা হামলা চালিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ১৮২ কণিষ্ক বিমানে। ভয়াবহ এই জঙ্গি হামলায় মাঝ আকাশে মৃত্যু হয় ৩২৯ জনের। কানাডার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় জঙ্গি হামলা আর কখনও ঘটেনি।

একইসঙ্গে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই ভয়াবহ ইতিহাস আজ কানাডার বেশিরভাগ মানুষেরই স্মরণে নেই। তবে কানাডার মাটিতে খলিস্তান সমর্থকদের দ্বারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যার সাম্প্রতিক উদযাপন, সহিংসতা এবং ঘৃণাকে মহিমান্বিত করে। যেটা স্পষ্ট করে যে নতুন করে ফের সেই অশুভ শক্তির উত্থান ঘটেছে কানাডার মাটিতে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আর্যর এই বার্তা সেই সময়ে এল যখন খলিস্তানি জঙ্গি নিজ্জরের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে কানাডায়। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৮ জুন কানাডার মাটিতে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল খলিস্তান টাইগার ফোর্স সংগঠনের প্রধান হরদীপ সিং নিজ্জর। ভারত সরকারের জঙ্গি 'হিটলিস্টে' প্রথম সারিতে নাম ছিল এই জঙ্গির। তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কানাডার সংসদ হাউস অফ কমন্সে স্পিকার গ্রেগ ফোগর্স নিজ্জরের উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন। এর পর উপস্থিত সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, নিজ্জরের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করতে। এই ঘটনায় বিতর্ক চরম আকার নেয়। এরপরই সেই ইস্যুতে কানাডা সরকারকে বিঁধলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান সাংসদ চন্দ্র আর্য।

তাজিকিস্তানের উচ্চকক্ষে পাশ হল হিজাব নিষিদ্ধের বিল

দুসানবে, ২১ জুন: তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তাজিকিস্তানে নিষিদ্ধ হতে চলেছে হিজাব। সেদেশের সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হয়েছে এই সংক্রান্ত বিল। পাশাপাশি খুশির ইদ ও বকরি ইদে রাস্তায় বেরিয়ে উদযাপনে মাততে পারবে না শিশুরা, এমন বিলও পাশ হয়েছে। সাধারণত এই সব উৎসবের দিনে শিশুরা অন্যদের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

গত ৮ মে সংসদের নিম্নকক্ষে হিজাব সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়েছিল। এবার উচ্চকক্ষেও পাশ হল এই বিল। বিলটিতে প্রথাগত পোশাককে টার্গেট করা হয়েছে। বিশেষত হিজাব। যাকে 'এলিয়েনদের পোশাক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ তা যেন তাজিকিস্তানের সংস্কৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ যায় না। ইদ যাপনকেও বিদেশি সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.:- i) WBZP/NGP/NIT-01/24-25, ii) WBZP/NGP/NIT-02/24-25, iii) WBZP/NGP/NIT-03/24-25, iv) WBZP/NGP/NIT-04/24-25, v) WBZP/NGP/NIT-05/24-25, vi)WBZP/NGP/NIT-06/24-25, vii) WBZP/NGP/NIT-07/24-25, viii)WBZP/NGP/NIT-08/24-25, ix) WBZP/NGP/NIT-09/24-25, x) WBZP/NGP/NIT-10/24-25, Date: 19.06.2024.** Fund : 15TH FC (TIED/UN-TIDE). Bid submission start date: **19.06.2024 from 05.00PM.** Last date of Bid submission : **27.06.2024 upto 05.00 PM,** Date of opening: **01.07.2024 at 10.30AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/ 001(e)/2024-25 dt. 21.06.2024
Chairman,Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply, fixing and fittings of Front and Rear tyre for Four wheel auto tipper. Documents download start date & Bid submission start date – **22.06.2024**.Bid Submission Closing Date – **03.07.2024**. For Details :- **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/46/24-25 Dated 21.06.2024	Construction of Surface Drain & Culvert at Chalta tala in Ward No- 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,76,882.00
WBMAD/ULB/ RSM/47/24-25 Dated 21.06.2024	Construction of Concrete Road at Dhamaitala School Road near Pritam Majumder's Lane in Ward No-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,63,012.00
WBMAD/ULB/ RSM/48/24-25 Dated 21.06.2024	Construction of Concrete Road near post office beside Lahiri House in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,40,702.00

Bid Submission end date: **01.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE
Pronoy Bati Cooperative Housing Society Ltd. intends to build one G+4 storied building at New Town Action Area- II, Kolkata for which the said society is inviting the application & desires to appoint one bonafide Contractor/ Developer for building construction as per rules & regulations of Co-operative society & HIDCO. Application with an offer to be submitted to the E-mail of Society sswapan.ddas@gmail. com within 7days from publication date. The selection process is society's discretion.
Chairman
Pronoy Bati CHSL

E-TENDERINVITINGNOTICE
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & Po-Nandakumarpur, Ps-Raidighi,South 24 pgs, Pin-743349
ElectronicTender sarehere by invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide TenderReference no.:- I) 01/NKP/SBM/2024, Date-18/06/2024, Last date of Bid submission: **26-06-2024 11:00 AM,** Date of opening: **27-06-2024 11:00 AM. II) NKPURGP/15TH FC/DRAIN/E-NIT-02/2024-25, III) NKPURGP/15TH FC/TUBEWELL/E-NIT-03/2024-25, Date-19/06/2024, IV)NIT No: -04/NKP/SL/2024,** Date:- **20/06/2024, V) NKPURGP/15TH FC/OFFICE BUILDING/E-NIT-06/2024-25, Date-20/06/2024,** Last date of Bid submission: **28-06-2024 11:00 AM**, Date of opening: **01-07-2024 11:00 AM, VI) Nit NO-NKPURGP/5TH SFC/COMMUNITY HALL/E-NIT-05/2023-24**, Date- **20/06/2024,** Last date of Bid submission: **10-07-2024 11:00 AM,** Date of opening: **12-07-2024 11:00 AM**
Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.
Sd/- PRADHAN
NANDAKUMARPUR GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ও-এসি-টি-৯৯-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার সেবা (ওপেন) আহ্বান করছেনঃ **কেস নম্বরঃ ও-এসি-টি-৯৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সীতারামপুর-ঝাঝা-দুমকা-বৈদ্যনাথধাম-বাঁকা-গিরিডীতে স্থাপনের জন্য ওপেন টেন্ডার-- সিনিয়ার ডিইএন/২/আসানসোলের অধিক্ষেত্রে ট্র্যাক মাউন্টেড অটোমেটিক গেজ ফেস লুব্রিকেটরস অন কার্ভস-এর স্থাপন— ১২৫ সংখ্যক (দুই প্যাকেট)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৭,৩৮,৪৩,৯১৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,১৯,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৪২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৭.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**- এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-90/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARASAT - I DEVELOPMENT BLOCK
Dist. - 24 Parganas (N)
Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at: **www.wbtenders.gov.in**
NIT NO: N24PG/BST-I/PS/N-82/ (1st Call)/2023-2024, Dated: 21.06.2024. Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/-
Block Development Officer
Barasat-I Development Block

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার
নং ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪। লিঙ্ক **www.ireps.gov.in**-এর অধীনে নিম্নরূপ *ই-টেন্ডারগুলি* দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডার কেবলমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে লিঙ্ক **www.ireps.gov.in→ login→E-Tender Stores/Supply**-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। ভেন্ডররা কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সংক্রান্ত তথ্য বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসার, যদি থাকে, উত্তর পেতে নিম্নোক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, **০৩৪১-২৫২৫৫৯৪** বা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, **০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। ক্রঃ নং ঃ [১]; টেন্ডার নং ঃ ৮১২৪০৮৬১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক)** পলিঅ্যামাইড [নোমেক্স-টাইপ- ৪১০] স্ট্রিপ, মাপ ঃ ০.১৩ মিমি পুরু × ৮.৪ +/- ০.০৫ মিমি চওড়া × ৯০ +/- ০.১ মিমি লম্বা, ড্রইং নং ৪টিডব্লুডি.০৯৬.১৬৯ আরইএফ-১, অল্ট-১, মাপকাঠি নং ৪টিএমএস. ০৯৬.০৯১ রেভ-১, অল্ট-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/এসটিআর/০৮৬১ [রেভ-১]। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস], **পরিমাণ ঃ ৩১৯৫০৪৫.০০ সংখ্যক, (খ)** পলিঅ্যামাইড [নোমেক্স-টাইপ- ৪১০] স্ট্রিপ, মাপ ঃ ০.২৫ মিমি পুরু × ৯ + ০.০২ - ০.৪ মিমি চওড়া × ৫০৭ +/- ০.২ মিমি লম্বা, ড্রইং নং ৪টিডব্লুডি.০৯৬.১৬৯ আরইএফ-৩, অল্ট-১, মাপকাঠি নং ৪টিএমএস.০৯৬.০৯১ রেভ-১, অল্ট-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/এসটিআর/০৮৬১ [রেভ-১]। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস], **পরিমাণ ঃ ২৭৩৮৫৩.০০ সংখ্যক; বায়নামূল্য জমা ঃ ৭৮,৩৬০.০০ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ২৬.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা।**
[PR4/476] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 263 (2nd Call)/ 23-24 & NIeT-36 & 37/24-25 Dated. 21-06-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Burdwan, Hooghly & Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **22-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-07-2024 upto 3:00 PM.**
Date: 21.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৮৩, তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/১১/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক পুর্ননবীকরণ সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৯৯,৪১,৭৫১.৬৯ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,৪৯,৭০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৬.০৭.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামান ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূলমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** "প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা অটোম্যাটিক সিগন্যালিং বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি" সম্পর্কিত যে কোন কাজ আলোচ্য টেণ্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-96/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 13, KOLKATA, SATURDAY
22 JUNE 2024, PAGE 8

কলকাতা ২২ জুন ২০২৪

‘বোলিং কোচও খুব একটা ঘাঁটায় না বুমরাকে’

নিজস্ব প্রতিনিধি: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চার ওভার বল করে দিয়েছেন মাত্র ৭ রান। নিয়েছেন তিন উইকেট। যশপ্রীত বুমরাকে খেলা সময়ের সঙ্গে আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। চোট সারিয়ে ফেরা বুমরা আগের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন। এমন বোলারকে দলের বোলিং কোচ পরেশ মামব্রেও নাকি বেশি কিছু বলেন না। এমনটাই জানালেন অক্ষর পটেল।

বৃহস্পতিবার নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নিয়েছিলেন রহমানুল্লা গুরবাজ়রে উইকেট। পরের ওভারে নেন অন্য ওপেনার হজরতুল্লা জাজাইয়ের উইকেট। আফগানিস্তানকে ধাক্কাটা দেন তিনিই। ম্যাচ শেষে অক্ষর বলেন, ‘বুমরার বোলিংয়ের সমালোচনা খুব বেশি কেউ করে না। ও জানে কী করতে হবে, কোনটা করতে হবে না। বুমরা এখন খুব ভাল বল করছে। এমন অবস্থায় বোলিং কোচও ওকে কিছু বলে না। তাতে জটিলতা বাড়ে। মামব্রে স্যর শুধু বলে, তুমি ভাল বল করছ। আমি যত দূর দেখেছি, বোলিং কোচ খুব বেশি ঘাঁটায় না বুমরাকে। শুধু নিজের পরিকল্পনাকে সফল করতে বলে বোলিং কোচ।

এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চার ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। শীর্ষে থাকা ফজলহক ফারুকি ৫ ম্যাচে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। কিন্তু বুমরা যেখানে মাত্র ৫২ রান দিয়ে ৮ উইকেট নিয়েছেন, সেখানে ফারুকি দিয়েছেন ১১৩ রান। বাকিদের থেকে এখানেই বুমরা আলাদা। তিনি উইকেট যেমন তুলছেন, রানও আটকে রাখছেন। তাতেই বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে। যে কারণে সাহায্য পাচ্ছেন আরশদীপ সিংহ। তিনি ১০ উইকেট তুলে নিয়েছেন। বুমরাকে মারতে না পেরে তরুণ পেসারকে মারার চেষ্টা করছেন ব্যাটারেরা। ব্যর্থ হয়ে উইকেট দিচ্ছেন বাঁহাতি আরশদীপকে।

হারের পর নাজমুল বললেন, আমাদের অন্তত ১৭০ রান করা উচিত ছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ডিএলএস পদ্ধতিতে ২৮ রানে হারের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের কণ্ঠে কম রান করার আক্ষেপ ঝরল।

অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত এ ম্যাচে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ১৪০ রান তুলেছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া এই রান তাড়া করতে নামার আগেও আরও একবার বৃষ্টির কারণে বিঘ্ন ঘটেছে। ব্যাটিংয়ে নামার পর আরও দুবার বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে শেষবার বৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটার সময় ১১.২ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১০০। ডিএলএস পদ্ধতিতে তখন ২৮ রানে এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। এই ব্যবধানেই ম্যাচটি জিতেছে মিচেল মার্শের দল।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল বলেছেন, ‘উইকেট একটু মন্থর হলেও ভালো ছিল। আমাদের অন্তত ১৭০ রান করা উচিত ছিল।’

মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিদ হাসানকে হারিয়ে বিপদে পড়েছিল বাংলাদেশ। স্টার্কের বলটি ব্যাটে পেলেও বোল্ড হন তানজিদ। টানা দুই ম্যাচে ০ রানে আউট হলেন বাঁহাতি এই ওপেনার। দ্বিতীয় উইকেটে লিটন দাস ও নাজমুলের কাছ থেকে ৪৮ বলে ৫৮ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বাংলাদেশ। এই জুটিতে নাজমুলের অবদান ২৩ বলে ৩২। লিটন করেছেন ২৫ বলে ১৬। নবম ওভারে অ্যাডাম জাম্পার বলে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন লিটন। ক্রিজে তাঁকে মোটেও স্বস্তি নিয়ে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। দুটি চার মারলেও লিটন নিজের খেলা প্রথম ১০ বলে মাত্র ১ রান করেন। তখন বাংলাদেশের স্কোর ৩ ওভারে ১ উইকেটে ৮। শেষ পর্যন্ত ৬৪ স্ট্রাইক রেটে ২৫ বলে ১৬ রানে আউট হওয়া লিটনের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

দীর্ঘদিন রানখরায় থাকা নাজমুল এ ম্যাচে হাল ধরেছিলেন। তিনে নামা অধিনায়ক ইনিংসের প্রথম ওভারের শেষ বলে স্টার্ককে চার মেরে আক্রমণাত্মক মেজাজের পরিচয় দেন। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে জস হ্যাজলউডকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে স্ট্রেট দিয়ে ছক্কাও মারেন। লিটন আউট হওয়ার পর চারে নামা রিশাদ হোসেনকে নিয়ে জুটি গড়ার চেষ্টা করেন নাজমুল। রিশাদকে তখন নামানোর কারণ ছিল লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। সে সময় তাঁকে বোলিংয়ে আনেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ।

কিন্তু ৪ বলে ২ রান করে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের স্পিনে জাম্পাকে ক্যাচ দেন রিশাদ। বাংলাদেশের স্কোর তখন ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৭। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নাজমুল রিশাদকে নামানো প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘এমন (অস্ট্রেলিয়া) দলের বিপক্ষে আমাদের ঝুঁকি নিতেই হতো। আজ যেমন রিশাদ চারে নেমেছে। কারণ, তখন জাম্পা বোলিং করছিল। আমরা জানি, রিশাদ স্পিন খুব ভালো খেলে; কিন্তু আজ পারেনি। এটা হতেই পারে। তবে আজ আমরা ভিন্ন কিছু চেষ্টা করেছি।’

৩৬ বলে ৪১ রান করা নাজমুল ১৩তম ওভারে জাম্পার শেষ বলে এলবিডব্লু হন। ক্রিজে অন্য প্রান্তে তাওহিদ হৃদয় এরপর নাজমুলের পালন করা দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নেন। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন হৃদয়। ২ ছক্কা ও ২ চারে ২৮ বলে ৪০ রান করা হৃদয় আউট হন ২০তম ওভারের শেষ বলে;সেটি আবার অস্ট্রেলিয়া পেসার প্যাট কামিন্সের হ্যাটট্রিক উইকেট। এর মধ্যে কামিন্সের করা ১৮তম ওভারের শেষ দুই বলে আউট হন মাহমুদউল্লাহ ও মেহেদী হাসান। ভালো করতে পারেননি অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসানও। ১০ বলে ৮ রানে আউট হন তিনি।

নিজের ইনিংসটি নিয়ে নাজমুল বলেছেন, তিনি দায়িত্ব নিতে ভালোবাসেন, ‘দায়িত্ব নেওয়াটা উপভোগ করি। এখন পর্যন্ত ঠিক পথেই আছি। আশা করি, আরও অবদান রাখতে পারব। আজ টপ অর্ডার রান পেয়েছে, যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আগের কয়েকটি ম্যাচে আমরা ভুগেছি। আগের দুই-তিনটি সিরিজ এবং এই বিশ্বকাপেও বোলাররা ভালো করেছে। আশা করি, তারা এটা ধরে রাখবে।’

বোলিংয়ে অবশ্য বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। পাওয়ারপ্লের প্রথম ৬ ওভারেই বিনা উইকেটে ৫৯ তোলেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও ট্রাভিস হেড। এই ইনিংসে প্রথমবার বৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটার পর খেলা পুনরায় শুরু হলে ২১ বলে ৩১ রান করা হেডকে তুলে নেন রিশাদ। নিজের পরের ওভারে এই স্পিনার মার্শকেও (৬ বলে ১) তুলে নেন। ৩৫ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন আরেক ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ৬ বলে ১৪ রানে আরেক প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

অ্যান্টিগার এই মাঠে আগামীকাল রাত ৮টা ৩০ মিনিটে সুপার এইটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। নাজমুল এই ম্যাচ নিয়ে বলেছেন, ‘আশা করি, ভারতের বিপক্ষে আমরা ভালো খেলব।’

আত্মঘাতী গোলে চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় স্পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোর ‘গ্রুপ অব ডেথে’ নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে আজ একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল দুই পরাশক্তি স্পেন ও ইতালি। এ ম্যাচে জিতলেই নিশ্চিত শেষ ষোলো, এমন পরিস্থিতিতে স্পেনের সামনে অবশ্য পাত্তা পায়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ম্যাচটি স্পেন আত্মঘাতী গোলে ১,০ ব্যবধানে জিতলেও, এ ফল মোটেই সঠিক চিত্র তুলে ধরছে না।

ম্যাচে স্পেনের গতিময় ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে ছিল ইতালি। নিকো উইলিয়ামস, লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি এবং আলভারো মোরাতারা ম্যাচজুড়ে ছিলেন অনন্য। রক্ষণে দৃঢ়তা না দেখালে এবং গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা বারবার ত্রাতা না হলে এ ম্যাচে ইতালির হারের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত।

প্রথম ম্যাচে ২৩ সেকেন্ডে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল ইতালি, শালকের মাঠে আজ ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল হজম করতে পারত তারা। তবে বক্সের ভেতর পেদ্রির হেড দারুণ দক্ষতায় বাইরে পাঠিয়ে দলকে উদ্ধার করেন দোন্নারুম্মা। গোল না পেলেও দ্রুত আরও কয়েকবার ইতালির রক্ষণে আক্রমণ চালায় স্পেন।

বিশেষ করে বাঁ প্রান্তে নিকো উইলিয়ামস ছিলেন দারুণ গতিময় ও অপ্রতিরোধ্য। তাঁকে থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল ইতালিকে। এর মধ্যে ১০ মিনিটের মাথায় গোলের কাছাকাছি গিয়ে হতাশ হয় ইতালি। একটু পর পাল্টা আক্রামণে দারুণ একটি সুযোগ মিস করেন উইলিয়ামস। আলভারো মোরাতার ক্রসে তাঁর হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়।

স্পেনের গতি ও প্রেসিংয়ের ঝড়ে শুরুতে সংগ্রাম করলেও, ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ইতালি। পাল্টা আক্রমণে কয়েকবার স্পেনের রক্ষণে হামলার চেষ্টা চালায় তারা। তবে গোলের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি ইতালিয়ান ফরোয়ার্ডরা। শুরুর ঝড়ের পর স্পেন মনোযোগ দেয় বলের দখল রেখে আক্রমণে যাওয়ার দিকে। এ সময় বল পেতেও বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল লুসিয়ানো স্পালেত্তির দলকে। এর মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রতি,আক্রমণে গেলেও ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল পজিশনিংয়ের কারণে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ইতালির খেলোয়াড়রা। ২৪ মিনিটে দারুণভাবে ইতালির রক্ষণে ঢুকে মোরাতাকে বল বাড়ান লামিনে ইয়ামাল। কিন্তু মোরাতার শট ঠেকিয়ে দিয়ে দলকে বাঁচান দোন্নারুম্মা। একটু পর বক্সের বেশ বাইরে থেকে ফাবিয়ান রুইজের শট ফের অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাইরে পাঠান ইতালিয়ান গোলরক্ষক।

প্রথমার্ধে লড়াইটা ছিল মূলত স্পেনের আক্রমণের সঙ্গে ইতালির রক্ষণের। বিশেষ করে ইতালির অধিনায়ক ও গোলরক্ষক দোন্নারুম্মা ছিলেন অনন্য। পোস্টের সামনে পিএসজির এ গোলরক্ষক দেয়াল তুলে না দাঁড়ালে এ অর্ধে অন্তত ৩,৪ গোল হজম করতে পারত বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে খেলা এতটাই একমুখী ছিল যে স্পেনের ৯ শটের বিপরীতে ইতালি শট নিতে পেরেছি মাত্র ১টি। আজ্জুরিদের সেই একমাত্র শটটিও পোস্টের আশপাশে ছিল না।

বিরতির পরও অব্যাহত ছিল স্পেনের দাপুটে ফুটবল। ৫২ মিনিটে আবারও অল্পের জন্য গোলবঞ্চিত হয় স্পেন। বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে গিয়ে মার্ক কুকুরেয়া বল বাড়ান পেদ্রিকে। পোস্টের কাছাকাছি জায়গা থেকে পেদ্রির শট চলে যায় বাইরে দিয়ে। একটু পর বক্সের বাইরে থেকে পেদ্রির শট ঠেকান দোন্নারুম্মা। স্পেন না পারলেও স্প্যানিশ আক্রমণের চাপ সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী গোল খেয়ে বসে ইতালি।

মোরাতার ফ্লিক ইতালির সেন্টারব্যাক রিকার্ডো কালাফিওরির পায়ে লেগে জালে জড়ায়। গোল পেয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে আক্রমণে যায় স্পেন। একের পর এক আক্রমণে গিয়ে ইতালিয়ান রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেয় পেদ্রি, মোরাতারা।

বিশ্বকাপে উইকেট নেওয়ার তালিকায় সবার ওপরে স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্ক সব সময় বড় মঞ্চের পারফরমার। ওয়ানডে বিশ্বকাপ হোক কিংবা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এলেই তিনি জ্বলে ওঠেন। পরিসংখ্যানও কথা বলছে স্টার্কের পক্ষে। যেমন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন স্টার্ক।

বাংলাদেশ ওপেনার তানজিদ হাসানকে বোল্ড করে বিশ্বকাপে ৯৫ উইকেটের মালিক হয়েছেন স্টার্ক, যা ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিলিয়ে সর্বোচ্চ। এর মধ্য দিয়ে স্টার্ক ছাড়িয়ে গেছেন ৯৪ উইকেট নেওয়া শ্রীলঙ্কার পেসার লাসিথ মালিঙ্গাকে।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিলিয়ে স্টার্ক ম্যাচ খেলেছেন ৫২টি। এর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ২৮। মাত্র ২৮ ম্যাচ খেলেই ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৬৫টি উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। সেদিক থেকে স্টার্কের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড কিছুটা ম্লান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্টার্কের উইকেট ৩০টি, ম্যাচ খেলেছেন ২৪টি। মালিঙ্গা বিশ্বকাপে ম্যাচ খেলেছেন ৬০টি। ৯৪ উইকেটের মালিক মালিঙ্গা ৫৬টি উইকেট নিয়েছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মালিঙ্গা উইকেট নিয়েছেন ৩৮টি।

স্পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় পালিত হল ওয়ার্ল্ড যোগাসন ডে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাইয়ের আধিকারিক কোচ এবং প্লেয়ার সত্যজিত সংক্রিত।

মেসি গোল করালেন, গোল মিসও করলেন, শুভসূচনা আর্জেন্টিনার

আর্জেন্টিনা ২ ০ কানাডা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৮৭ কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচটি ছিল আর্জেন্টিনা, পেরু। সেবারের আসরে প্রথম গোলটি ছিল ডিয়েগো ম্যারাডোনার। এরপরের কয়েকটি কোপার আসরে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। তবে ২০১১ কোপায় সেই সুযোগ পেলেও টুর্নামেন্টের প্রথম গোলটি করেছিল বলিভিয়া। ম্যারাডোনার সেই গোলের ৩৭ বছর পর এবার কোপা আমেরিকায় প্রথম গোলের দেখা পেল আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় আজ কানাডার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে ২,০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা শুভসূচনা করলেও একাধিক গোল মিস করেছে।

মার্সিডিজ,বেঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে গোল করতে দেয়নি কোপায় অভিষিক্ত কানাডা। দুই দলই গোলশূন্য থেকে বিরতিতে যায়।

বিরতির পর ম্যাচের ৪৯ মিনিটে থ্রো ইন থেকে বক্সের মধ্যে লিওনেল মেসির দারুণ এক পাস পান আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক,অ্যালিস্টার। কানাডা গোলকিপার ম্যাক্সিম ক্রেপিয়াও তাঁকে বাধা দিতে আসার আগেই ডান প্রান্তে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজকে পাস দেন ম্যাক,অ্যালিস্টার। ডান পায়ের শটে গোল করে আর্জেন্টিনার হয়ে টানা ১৩ ম্যাচের গোলখরা কাটান আলভারেজ।

আর্জেন্টিনার দুটি গোলেই অবদান মেসির। ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি এসেছে তাঁর সরাসরি পাস থেকে। মেসির থ্রু পাস থেকে বল ধরে গোল করেন আর্জেন্টিনার আরেক স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুটি পরিস্কার গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন মেসি।

প্রায় ৭১ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এই ম্যাচে চার থেকে পাঁচটি গোল করতে পারত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় দলের বিপক্ষে ৪৮তম কানাডা এই ম্যাচে ভুগবে, সেটা জানা কথাই। তবে কানাডার রক্ষণের প্রশংসা করতেই হয়। বিশেষ করে তাদের গোলকিপার ক্রেপিয়াও ও ডিফেন্ডার ডেরেক কর্নেলিয়াস ১৫বারের কোপা চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে অসাধারণ খেলেছেন। আলভারেজ গোল করার পরের মিনিটেই আরেকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। বক্স থেকে তাঁর শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন ক্রেপিয়াও।

এই ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড (৩৫) গড়া মেসি ৫৭ মিনিটে কানাডার প্রতি,আক্রমণ থেকে বল পেয়ে প্রায় শূন্য রক্ষণভাগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। কর্নেলিয়াস এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন কানাডাকে।

৬৬ মিনিটে একইভাবে কানাডার প্রতি,আক্রমণ থেকে বল পান মেসি। এবারের গোল মিসটি অবিশ্বাস্য। ফাঁকা মাঠে একাই বল

টেনে কানাডার রক্ষণে ঢুকে পড়া মেসির সামনে ছিলেন শুধু গোলকিপার ক্রেপিয়াও। মেসির শট একবার সেভ করার পর বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। ফিরতি বল মেসিই পেয়ে যান। এবার তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান কর্নেলিয়াস। অবিশ্বাস্যভাবে মেসি তাঁর গায়ে বল মেরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ৭৯ মিনিটেও মাঝমাঠে বল পেয়ে ফাঁকা চ্যানেল পেয়ে টান দেন মেসি। এবারও সামনে একা পড়ে যান ক্রেপিয়াও। মেসি চিপ করলেও বাঁ পোস্টের পাশ দিয়ে বল চলে যায়।

২০২১ কোপা ও ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা তৃতীয় বড় শিরোপার খোঁজ করা আর্জেন্টিনা প্রথমার্ধেও গোলের সুযোগ পেয়েছে। ৪০ মিনিটে আনহেল দি মারিয়ার ক্রস থেকে ম্যাক, অ্যালিস্টারের হেড দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন কানাডার গোলকিপার ক্রেপিয়াও। দুর্দান্ত এক ম্যাচই খেললেন তিনি। আগামী সোমবার ৩৭ বছর পূর্ণ করতে যাওয়া মেসিও প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া সুযোগের তুলনায় সেসব কিছুই না। বয়সের ভার কি কোপায় সপ্তম আসর খেলতে নামা মেসির গোল করার ধার কিছুটা হলেও কমিয়েছে? সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

গোলের সুযোগ পেয়েছিল কানাডাও। জেসে মার্শের দলের হয়ে প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন আলফানসো ডেভিস ও লিয়াম মিলার। তাঁদের জোরালো শট রুখে দেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ৩০ মিনিটে তাওন বুকাননের শটও ঠেকান অ্যাস্টন ভিলার এই গোলকিপার। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলা আট খেলোয়াড়কে এ ম্যাচের একাদশে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার শুরুটা মন্থর হলেও শেষ পর্যন্ত জয়ে স্বস্তি পাওয়ার কথা স্কালোনির। ২০২১ কোপা আমেরিকা চিলির সঙ্গে ড্রয়ে শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা। ২০২২ বিশ্বকাপে তো সৌদি আরবের কাছে হারে শুরু করতে হয়। শেষ পর্যন্ত দুটি টুর্নামেন্টেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনাই। এবার কোপায় শুভসূচনা পাওয়া আর্জেন্টিনা কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**